মূল্য ২০ টাকা

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ২১ # ১৬ মে ২০২৫ # ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ঘটনাবহুল ফাইনালে কিংসই চ্যাম্পিয়ন

প্রিমিয়ার ক্রিকেটে আবাহনীর হ্যাটট্রিক শিরোপা

একনজরে তনু

নাম	:	মো. সোলায়মান তনু
পিতা	:	মো. আছাদ গাজী
মাতা	:	আমেনা বেগম
জন্ম তারিখ	:	২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
জন্মস্থান	:	ডুমুরিয়া, খুলনা
উচ্চতা	:	ছয় ফুট দুই ইঞ্চি
ওজন	:	৮১ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এইচএসসি
ভাই/বোন	:	তিন ভাইয়ের মধ্যে বড়
পরিচিতি	:	বাস্কেটবল খেলোয়াড়
জার্সি নম্বর	:	৮
মাঠে পজিশন	:	ফরোয়ার্ড
বর্তমান দল	:	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
অতীতে কোন ক্লাবের হয়ে খেলেছেন	:	ঢাকা গেণ্ডারিয়ার্স
জাতীয় প্রতিযোগিতা	:	নবম বাংলাদেশ গেমস ২০২০ অংশ নিয়ে রৌপ্য অর্জন। আন্তঃবাহিনী প্রতিযোগিতা ২০২৪ এ রানার্সআপ এবং টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়।
জাতীয় দলে	:	২০১৯ সাল হতে অদ্যাবধি
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	:	এস এ গেমস ২০১৯ নেপালে অংশগ্রহণ। ফাইভ নেশান বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ মালদ্বীপে দেশের হয়ে অংশ নিয়ে রানার্সআপ। বঙ্গবন্ধু জাতীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১ ব্রোঞ্জ অর্জন।
স্মরণীয় খেলা	:	আন্তঃবাহিনী প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রিয় খাবার	:	খিচুড়ি ও গরুর মাংস
প্রিয় রং	:	সবুজ
অবসর কাটে	:	ঘুরাঘুরি
পছন্দ	:	খেলাধুলা
অপছন্দ	:	মিথ্যা কথা
বাস্কেট বলে প্রিয় খেলোয়াড়	:	লিব্রন জেমস (আমেরিকান বাস্কেটবল খেলোয়াড়)
অন্য প্রিয় খেলা	:	ফুটবল
প্রিয় ফুটবলার	:	ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো
হাতেখড়ি	:	আলমগীর হোসেন (বাংলাদেশ আর্মির বাস্কেটবল কোচ)
প্রিয় প্রশিক্ষক	:	মো, মিজানুর রহমান (বাস্কেট বল কোচ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ)
খেলোয়াড়ি জীবনে আদর্শ	:	মিঠুন কুমার বিশ্বাস (বাংলাদেশ বাস্কেটবল দলের খেলোয়াড়)
খেলোয়াড় না হলে	:	শিক্ষক
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	বাস্কেট বলের ইতিহাসে নিজেকে স্মরণীয় করে রাখা।
স্বাক্ষর	:	

গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

তিন দিনে ইনিংস ব্যবধানে জয়

মো. মাহবুবুর রশিদ

সিলেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে হেরে একেবারে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল বাংলাদেশের। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের কোনো বিকল্প ছিল না টাইগারদের। চারিদিক থেকে ধেয়ে আসা সমালোচনার ঝাপটা সামলে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে চট্টগ্রামে জিম্বাবুয়েকে একেবারে ধসিয়ে দিয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল, ১-১ এ করেছে সিরিজ ড্র। ব্যাটে-বলে কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি সফরকারীরা, বলতে গেলে করেছে অসহায় আত্মসমর্পণ। একচেটিয়া দাপট দেখিয়ে স্রেফ তিন দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ তুলে নিয়েছে জয়, তাও আবার ইনিংস ব্যবধানে! পুরো ম্যাচে লাল-সবুজ বাহিনী হেরেছে কেবল একটা জিনিসই- টস! মেহেদী হাসান মিরাজের অলরাউন্ডিং কীর্তি, ওপেনার সাদমান ইসলামের লড়াকু সেঞ্চুরি ও বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলামের দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট শিকার- কার্যত এই তিনজনের নজরকাড়া নৈপুণ্যের সামনেই নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে জিম্বাবুয়ে। ক্রিকেট দলীয় খেলা বলে অবশ্যই সেখানে অন্যদের কিছু না কিছু অবদান তো ছিলই।

বন্দর নগরীর বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে (সাবেক জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম) জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক ক্রেইগ আরভিন টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছিলেন। ২ উইকেটে ১৭৭ রানের চমৎকার ভিত্তি গড়ার পর মনে হয়েছিল সফরকারীরা বুঝি রানের পাহাড়ে চড়তে বসেছে। কিন্তু প্রথম দিনের পড়ন্ত বিকেলে বাংলাদেশের বোলার-ফিল্ডাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে টপাটপ আরও ৭ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন দলকে। ৯ উইকেটে ২২৭ রানে প্রথম দিন শেষ করা জিম্বাবুয়ে দ্বিতীয় দিন সকালে প্রথম বলেই অলআউট হয়ে যায়। বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম ৬০ রানে একাই ৬ উইকেট তুলে নিয়ে ধসিয়ে দেন জিম্বাবুয়ের ব্যাটিং লাইনআপ, অফস্পিনার নাঈম হাসান নেন ২ উইকেট এবং অভিষিক্ত ডানহাতি পেসার তানজিম হাসান সাকিবের পকেটে যায় ১ উইকেট। শন উইলিয়ামস (৬৭) ও নিক ওয়েলচের (৫৪) হাফ সেঞ্চুরি বাদে আর কেউ বলার মতো রান পাননি।

জবাবে ওপেনিংয়ে ১১৮ রানের চমৎকার জুটি গড়ে বাংলাদেশকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ এনে দেন সাদমান ইসলাম ও এনামুল হক বিজয়। অনেকদিন পর টেস্ট দলে ফেরা বিজয় ব্যক্তিগত ৩৯ রানে আউট হলেও সাদমান তুলে নেন ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি, ১৮১ বলে ১২০ রান। এক পর্যায়ে ৩ উইকেটে ২৫৯ রানের মজবুত অবস্থানে যাওয়া বাংলাদেশ এরপর ২০ রানের ব্যবধানে চটজলদি আরও ৪ উইকেট হারিয়ে বসে। ৭ উইকেটে ২৯১ রানে দ্বিতীয় দিন শেষ করা বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল অন্তত দেড়শ' রানের লিড নেওয়া। কিন্তু তৃতীয় দিনে অসাধারণ ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখান মেহেদী হাসান মিরাজ। তাঁর অপরাজিত ১৬ রানের ইনিংস শেষ হয় ১০৪ রানে। এর আগে অষ্টম উইকেটে তাইজুল ইসলামকে (২০) নিয়ে ৬৩ এবং নবম উইকেটে তানজিম হাসান সাকিবের (৪১) সঙ্গে মিলে ৯৬ রানের জুটি গড়ে মিরাজই বাংলাদেশের স্কোর শেষ পর্যন্ত ৪৪৪ রান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। জিম্বাবুয়ের ডেব্যুট্যান্ট লেগ স্পিনার ভিনসেন্ট মাসেকেসা ১১৫ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট শিকার করে দলের হতাশার মাঝেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রেখেছেন।

২১৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামার সময়ই মূলত হার দেখতে পাচ্ছিল জিম্বাবুয়ে। দেখার বিষয় ছিল একটাই- কতটা লড়াই করতে পারে সফরকারীরা। কিন্তু দলীয় ৮ রানের মাথায় তাইজুল ইসলামের ছোবলে তিন বলের ব্যবধানে পরপর ২ উইকেট হারিয়ে সেই যে 'মড়ক' লাগা শুরু জিম্বাবুয়ের, এরপর দলটিকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে দেননি বাংলাদেশের স্পিনাররা। প্রথম ইনিংসে ৪৪ রান দিয়ে উইকেটশূন্য থাকার 'রাগ' মিটিয়ে মেহেদী হাসান মিরাজ এবার ৩২ রানের বিনিময়ে দখল করেন ৫ উইকেট, ৩ উইকেট নেন তাইজুল এবং অন্য উইকেটটি পান নাঈম হাসান। হাসান মাহমুদ ২ ওভার বোলিং করলেও ডেব্যুট্যান্ট পেসার তানজিম সাকিব তো দ্বিতীয় ইনিংসে বলই হাতে পাননি! নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে মাত্র ১১১ রানে গুটিয়ে গিয়ে জিম্বাবুয়ে মেনে নেয় ইনিংস ও ১০৬ রানের শোচনীয় পরাজয়।

টেস্টে এই নিয়ে তৃতীয় বার ইনিংস ব্যবধানে জিতলো বাংলাদেশ। এর আগে ২০১৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মিরপুরে প্রথমবার ইনিংসে জয়ের স্বাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ (ইনিংস ও ১৮৪ রানে) এবং একই মাঠে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে টাইগাররা জিম্বাবুয়েকে হারিয়েছিল ঠিক এবারের মতোই

ইনিংস ও ১০৬ রানের ব্যবধানে। সেঞ্চুরির পিঠে ৫ উইকেট বসানোর সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ বিবেচিত হওয়া মেহেদী হাসান মিরাজ একইসঙ্গে পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কারও।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম টেস্ট জয়ের পূর্ণাঙ্গ স্কোরকার্ড...

- ভেন্যু : বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম
- তারিখ : ২৮-৩০ এপ্রিল ২০২৫
- টস জয় : জিম্বাবুয়ে (ব্যাটিং)

জিম্বাবুয়ে প্রথম ইনিংস...

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪/৬
ব্রায়ান বেনেট ক জাকের ব তানজিম সাকিব	২১	৩৩	৫/০
বেন কারেন ব তাইজুল ইসলাম	২১	৫০	২/১
নিক ওয়েলচ ব তাইজুল ইসলাম	৫৪	১৩৩	৩/২
শন উইলিয়ামস ক তানজিম ব নাঈম হাসান	৬৭	১৬৬	৭/১
ক্রেইগ আরভিন ক জাকের ব নাঈম হাসান	৫	৩১	১/০
ওয়েসলি মাধেভেরে ক জাকের ব তাইজুল	১৫	৩২	২/০
তাফাদজাওয়া টিসিগা অপরাজিত	১৮	৫৯	২/০
ওয়েলিংটন মাসাকাদজা এলবিডব্লিউ তাইজুল	৬	৯	০/১
রিচার্ড এনগারাভা ব তাইজুল ইসলাম	০	১	০/০
ভি মাসেকেসা রান আউট (মিরাজ+তাইজুল)	৮	১৪	১/০
ব্লেসিং মুজারাবানি ক জাকের ব তাইজুল	২	১৬	০/০
অতিরিক্ত (বা ৪, লে বা ২, নো ৩, ও ১)	১০		
মোট (৯০.১ ওভারে অলআউট)	২২৭		

- **উইকেট পতন :** ১/৪১ (বেনেট, ১০.৩), ২/৭২ (কারেন, ১৮.২), ৩/১৭৭ (আরভিন, ৬৭.৩), ৪/১৭৮ (উইলিয়ামস, ৬৯.২), ৫/২০০ (মাধেভেরে, ৭৮.১), ৬/২০৬ (মাসাকাদজা, ৮০.৪), ৭/২০৬ (এনগারাভা, ৮০.৫), ৮/২১৬ (মাসেকেসা, ৮৪.১), ৯/২১৭ (ওয়েলচ, ৮৪.৬), ১০/২২৭ (মুজারাবানি, ৯০.১)

- **বোলিং...**

হাসান মাহমুদ : ১০-৩-২৪-০
তানজিম হাসান সাকিব : ১০-০-৪৯-১
মেহেদী হাসান মিরাজ : ২১-৭-৪৪-০
তাইজুল ইসলাম : ২৭.১-৬-৬০-৬
নাঈম হাসান : ২০-৯-৪২-২
মুমিনুল হক : ২-০-২-০

বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস...

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪/৬
সাদমান ইসলাম এলবিডব্লিউ বেনেট	১২০	১৮১	১৬/১
এনামুল হক বিজয় এলবিডব্লিউ মুজারাবানি	৩৯	৮০	৪/০
মুমিনুল হক ক কারেন ব মাসাকাদজা	৩৩	৬৪	২/১
নাজমুল হোসেন ক ওয়েলচ ব মাসেকেসা	২৩	৫৪	৩/১
মুশফিকুর রহিম রানআউট (মাধেভেরে)	৪০	৫৯	৪/১
জাকের আলী ক অ্যান্ড ব মাসেকেসা	৫	১৩	১/০
মেহেদী মিরাজ স্ট্যাম্পিং টিসিগা ব মাসেকেসা	১০৪	১৬২	১১/১
নাঈম হাসান ক উইলিয়ামস ব মাসেকেসা	৩	২৩	০/০
তাইজুল ইসলাম স্ট্যাম্পিং টিসিগা ব মাসেকেসা	২০	৪৫	৩/০
তানজিম সাকিব ক ওয়েলচ ব মাধেভেরে	৪১	৮০	২/১
হাসান মাহমুদ অপরাজিত	০	১৬	০/০
অতিরিক্ত (বা ৮, লে বা ৭, নো ১)	১৬		
মোট (১২৯.২ ওভারে অলআউট)	৪৪৪		

- **উইকেট পতন :** ১/১১৮ (এনামুল, ৩১.৩), ২/১৯৪ (মুমিনুল, ৫৩.৬), ৩/১৯৪ (সাদমান, ৫৪.১), ৪/২৫৯ (নাজমুল, ৭০.৪), ৫/২৬৭ (জাকের, ৭৪.২), ৬/২৭৪ (মুশফিক, ৭৬.৬), ৭/২৭৯ (নাঈম, ৮২.৬), ৮/৩৪২ (তাইজুল, ৯৬.৫), ৯/৪৩৮ (তানজিম, ১২২.৫), ১০/৪৪৪ (১২৯.২)

- **বোলিং...**

রিচার্ড এনগারাভা : ১৪-২-৫৭-০
ব্লেসিং মুজারাবানি : ২৬-৫-৮৩-১
ওয়েলিংটন মাসাকাদজা : ৩৪-৫-৯০-১
ভিনসেন্ট মাসেকেসা : ৩১.২-০-১১৫-৫
ওয়েসলি মাধেভেরে : ১৫-১-৩৫-১
ব্রায়ান বেনেট : ৯-১-৪৯-১

জিম্বাবুয়ে দ্বিতীয় ইনিংস...

ব্যাটসম্যান	রান	বল	৪/৬
ব্রায়ান বেনেট ক সাদমান ব তাইজুল	৬	১৬	১/০
বেন কারেন ক জাকের ব মেহেদী মিরাজ	৪৬	১০৩	৫/০
নিক ওয়েলচ এলবিডব্লিউ তাইজুল ইসলাম	০	২	০/০
শন উইলিয়ামস ক সাদমান ব নাঈম হাসান	৭	১৭	০/০
ক্রেইগ আরভিন ব মেহেদী মিরাজ	২৫	৫৬	২/০
ওয়েসলি মাধেভেরে এলবিডব্লিউ মেহেদী মিরাজ	০	৫	০/০
তাফাদজাওয়া টিসিগা ক এনামুল ব মিরাজ	০	২	০/০
ওয়েলিংটন মাসাকাদজা ক তাইজুল ব মিরাজ	১০	২৬	০/১
রিচার্ড এনগারাভা ক হাসান ব তাইজুল ইসলাম	৫	২০	১/০
ভি মাসেকেসা রান আউট (মুমিনুল হক)	২	১৫	০/০
ব্লেসিং মুজারাবানি অপরাজিত	৭	১৬	০/১
অতিরিক্ত (বা ৩)	৩		
মোট (৪৬.২ ওভারে অলআউট)	১১১		

- **উইকেট পতন :** ১/৮ (বেনেট, ৬.১), ২/৮ (ওয়েলচ, ৬.৩), ৩/২২ (উইলিয়ামস, ১০.৪), ৪/৬৯ (আরভিন, ২৯.১), ৫/৬৯ (মাধেভেরে, ২৯.৬), ৬/৭৩ (টিসিগা, ৩১.২), ৭/৯৩ (মাসাকাদজা, ৩৭.৩), ৮/৯৮ (কারেন, ৩৯.১), ৯/১০০ (এনগারাভা, ৪২.৩), ১০/১১১ (মাসেকেসা, ৪৬.২)

- **বোলিং...**

তাইজুল ইসলাম : ১৬.২-৩-৪২-৩
হাসান মাহমুদ : ২-২-০-০
মেহেদী হাসান মিরাজ : ২১-৮-৩২-৫
নাঈম হাসান : ৭-১-৩৪-১

- ফল : বাংলাদেশ ইনিংস ও ১০৬ রানে জয়ী
- প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ও সিরিজ : মেহেদী হাসান মিরাজ(বাংলাদেশ)
- সিরিজের ফল : ২ ম্যাচের সিরিজ ১-১ এ ড্র

মিরাজের 'ডাবল' অর্জন

মিরাজের ব্যাটিংয়ে দিনকে দিন দারুণ উন্নতি হচ্ছে যা বাংলাদেশের জন্য সুখবর

মো. মাহবুবুর রশিদ

রেকর্ডের পাতা উল্টিয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রায় দেড়শ' বছর বয়সী টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে কমপক্ষে ২০০ উইকেট পাওয়া বোলারের সংখ্যা অনেক এবং ন্যূনতম ২০০০ রান করা খেলোয়াড়ের তালিকাও অনেক লম্বা। কিন্তু ব্যাটে-বলে উদ্ভাসিত হয়ে দুটোই অর্জন করেছেন, এমন ক্রিকেটারের সংখ্যা এতদিন ছিল ২৫ এবং মেহেদী হাসান মিরাজকে নিয়ে সংখ্যাটা হলো ২৬। গৌরবময় 'ডাবল' কীর্তি ছুঁতে সবচেয়ে কম ৪২ টেস্ট লেগেছিল ইংলিশ কিংবদন্তি পেস অলরাউন্ডার ইয়ান বোথামের। চতুর্থ দ্রুততম হিসেবে তাঁর পাশে নাম লেখালেন মিরাজ। এর মাঝে দুইয়ে থাকা পাকিস্তানের ইমরান খান ও ভারতের কপিল দেব- দুজনেরই এই কীর্তি গড়তে লেগেছে ৫০ টেস্ট এবং ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ৫১ টেস্ট।

যে কীর্তিতে বোথামের পাশে...

১৯৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি। ওয়েলিংটন টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় দিনের সকালের সেশনে ইয়ান স্মিথকে আউট করে ৫ উইকেট তুলে নেন ইংলিশ পেসার ইয়ান বোথাম। পরে ইংল্যান্ড ১১৫ রানে ৫ উইকেট হারানোর ছয় নম্বরে ব্যাট করতে নামা বোথাম দ্বিতীয় দিন শেষে অপরাজিত থাকেন ১০৩ রানে। টেস্ট ইতিহাসে একই দিনে সেঞ্চুরি ও ৫ উইকেট নেওয়ার বিরল কীর্তি গড়েছিলেন ইংলিশ অলরাউন্ডার, যদিও জিততে পারেননি; ড্র হয়েছিল ম্যাচটি। ৪১ বছর পর বোথামের সেই রেকর্ডে ভাগ বসালেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বাংলাদেশের এই অফস্পিন অলরাউন্ডার চট্টগ্রামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে ১৬ রানে অপরাজিত থেকে ৩০ এপ্রিল তৃতীয় দিনে ১০৪ রানে আউট হওয়ার পর বিকেলে জিম্বাবুয়েকে ধসিয়ে দিয়ে তুলে নেন ৫ উইকেট। একই দিনে না হলেও একই টেস্টে শতরান ও 'ফাইফার' অনেকেরই আছে। বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান ও সোহাগ গাজীও তেমন কীর্তি গড়েছেন।

১০৪ রানের পর ৩২ রানে ৫ উইকেট দখল করা মিরাজ অনুমিতভাবেই বিবেচিত হন প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ। এ ছাড়া ১১.৮৬ গড়ে ১৫ উইকেট ও ৩৮.৬৬ গড়ে ১১৬ রান করার সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কারও ওঠে তাঁর হাতে। এখানেও হয়েছে আরেক রেকর্ড। একই সিরিজে ম্যাচে ১০

গৌরবময় 'ডাবল' হাতছানি দিচ্ছিল তাঁকে এবং দুর্দান্ত দাপটে তা ছুঁয়েও ফেললেন। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে ১৯০ উইকেট ও ১৯৫২ রান নিয়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরু করেছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রথম টেস্টে ব্যাট হাতে পুরোপুরি ব্যর্থ (১ ও ১১ রান) হলেও বোলিংয়ে ছিলেন এক কথায় দুর্দান্ত। অফস্পিনের ক্যারিশমা দেখিয়ে 'পাঁচের নামতা' গুনে দুই ইনিংসে জিম্বাবুয়ের ১০ উইকেট (৫/৫২ ও ৫/৫০) শিকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ২০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছে যান তিনি। এরপর চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২১ ওভার বোলিং করলেও কোনো উইকেটের মুখ দেখেননি। তখন কে জানতো যে, ম্যাচের পরের দিকটায় ব্যাটে-বলে একাই একশ' হয়ে জিম্বাবুয়েকে বিধ্বস্ত করে ছাড়বেন মিরাজ! দ্বিতীয় দিন শেষে ১৬ রানে অপরাজিত থাকা ব্যক্তিগত ইনিংসটা তৃতীয় দিনে টেলঅ্যান্ডারদের সঙ্গে জুটি গড়ে টেনে নিয়ে যান ১০৪ রানে এবং সবার শেষে দশম ব্যাটসম্যান হিসেবে যখন আউট হন, ততক্ষণে বাংলাদেশ পৌঁছে যায় ৪৪৪ রানের মগডালে। ১৬২ বলে ১০৪, টেস্ট ক্যারিয়ারে এই নিয়ে দ্বিতীয় সেঞ্চুরির দেখা পেলেন মিরাজ, প্রথমটি (১৬৮ বলে ১০৩) এই চট্টগ্রাম মাঠেই ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে। এর মাঝে গত বছরের অক্টোবরে মিরপুর টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পেতে পেতে ৯৭ রানের মাথায় আউট হয়ে হারিয়ে ফেলেছিলেন আরেকটি শতক।

২১৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিংয়ে নামা জিম্বাবুয়ের ব্যাটসম্যানদের সামনে মিরাজ যেন 'যমরূপে' আবির্ভূত হন। অবশ্য তাঁর স্পেলের প্রথম

বাংলাদেশ VS zimbabwe cricket

১২ ওভারে ২১ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য, ব্যক্তিগত ১৩তম ওভারটি করতে এসে প্রথম বলে উইকেটে থিতু হওয়া ক্রেইগ আরভিনকে সরাসরি বোল্ড করে শুরু করেন উইকেট শিকারের মিশন। পরে একে একে ওয়েসলি মাধেভেরে, টাফাদজোয়া টিসিগা, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা ও বেন কারেনকে প্যাভেলিয়নে পাঠিয়ে ত্রয়োদশবার 'ফাইফার' নিয়ে জিম্বাবুয়েকে মাত্র ১১১ রানে অলআউট করে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করা মিরাজ বাংলাদেশকে এনে দেন ইনিংস ও ১০৬ রানের একতরফা জয়।

আগের টেস্টে ২০০ উইকেট ক্লাবে নাম লেখানো মিরাজ দ্বিতীয় টেস্টে ১০৪ রানের ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ইনিংস খেলার পথে ব্লেসিং মুজারানিকে বাউন্ডারি মেরে ৩৬ রান করতেই এই সংস্করণে তাঁর ক্যারিয়ারের রান সংখ্যা ছুঁয়ে ফেলে দুই হাজারের কোটা। এর ফলে টেস্ট ক্রিকেটের অভিজাত অঙ্গনে ব্যাটে-বলে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে 'অন্যরকম ডাবল' অর্জন হয়ে যায় মিরাজের। ২০০ উইকেট ও ২০০০ রানের যুগলবন্দীতে তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় খেলোয়াড়, প্রথমজন কে তা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন- সাকিব আল হাসান। ৭১ টেস্টে ৪৬০৯ রান ও ২৪৬ উইকেটে থমকে আছে এই বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডারের ক্যারিয়ার। 'ডাবল' পূর্ণ করতে সাকিবের লেগেছিল ৫৪ টেস্ট, মিরাজ যেখানে পৌঁছে গেলেন ৫৩ টেস্টেই।

উইকেট ও শতরান করা সপ্তম ক্রিকেটার মিরাজ। ইংল্যান্ডের ইয়ান বোথাম এই কীর্তি গড়েছেন তিন দফায়, দুই দফায় পাকিস্তানের ইমরান খান ও ওয়াসিম আকরাম, একবার করে ইংল্যান্ডের টনি গ্রেগ, নিউজিল্যান্ডের স্যার রিচার্ড হ্যাডলি ও বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানের পর এবার মিরাজ।

টেস্টে কমপক্ষে দুইশ' উইকেট ও ন্যূনতম দুই হাজার রানের ডাবল অর্জন করেছেন যাঁরা...

- **জ্যাক ক্যালিস (দক্ষিণ আফ্রিকা):** ১৬৬ টেস্টের ২৭২ ইনিংসে ৩২.৬৫ গড়ে ২৯২ উইকেট এবং ২৮০ ইনিংসে ৫৫.৩৭ গড়ে ১৩২৮৯ রান
- **গ্যারি সোবার্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ):** ৯৩ টেস্টের ১৫৯ ইনিংসে ৩৪.০৯ গড়ে ২৩৫ উইকেট এবং ১৬০ ইনিংসে ৫৭.৭৮ গড়ে ৮০৩২ রান
- **শেন ওয়ার্ন (অস্ট্রেলিয়া):** ১৪৫ টেস্টের ২৭৩ ইনিংসে ২৫.৪১ গড়ে ৭০৮ উইকেট এবং ১৯৯ ইনিংসে ১৭.৩২ গড়ে ৩১৫৪ রান
- **অনিল কুম্বলে (ভারত):** ১৩২ টেস্টের ২৩৬ ইনিংসে ২৯.৬৫ গড়ে ৬১৯ উইকেট এবং ১৭৩ ইনিংসে ১৭.৭৭ গড়ে ২৫০৬ রান
- **স্টুয়ার্ট ব্রড (ইংল্যান্ড):** ১৬৭ টেস্টের ৩০৯ ইনিংসে ২৭.৬৮ গড়ে ৬০৪ উইকেট এবং ২৪৪ ইনিংসে ১৮.০৩ গড়ে ৩৬৬২ রান
- **কপিল দেব (ভারত):** ১৩১ টেস্টের ২২৭ ইনিংসে ২৯.৬৪ গড়ে ৪৩৪ উইকেট এবং ১৮৪ ইনিংসে ৩১.০৫ গড়ে ৫২৪৮ রান
- **রবিচন্দ্রন অশ্বিন (ভারত):** ১০৬ টেস্টের ২০০ ইনিংসে ২৪.০০ গড়ে ৫৩৭ উইকেট এবং ১৫১ ইনিংসে ২৫.৭৫ গড়ে ৩৫০৩ রান
- **রিচার্ড হেডলি (নিউজিল্যান্ড):** ৮৬ টেস্টের ১৫০ ইনিংসে ২২.২৯ গড়ে ৪৩১ উইকেট এবং ১৩৪ ইনিংসে ২৭.১৬ গড়ে ৩১২৪ রান
- **শন পোলক (দক্ষিণ আফ্রিকা):** ১০৮ টেস্টের ২০২ ইনিংসে ২৩.১১ গড়ে ৪২১ উইকেট এবং ১৫৬ ইনিংসে ৩২.৩১ গড়ে ৩৭৮১ রান

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চট্টগ্রামে টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি তুলে নেওয়ার পর মেহেদী হাসান মিরাজের উদ্‌যাপন...

সিলেটে দুই ইনিংসে পাঁচের নামতা গুনে শিকার ধরার পর চট্টগ্রাম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও ৫ উইকেট পান মিরাজ

- **হরভজন সিং (ভারত):** ১০৩ টেস্টের ১৯০ ইনিংসে ৩২.৪৬ গড়ে ৪১৭ উইকেট এবং ১৪৫ ইনিংসে ১৮.২২ গড়ে ২২২৪ রান
- **ওয়াসিম আকরাম (পাকিস্তান):** ১০৪ টেস্টের ১৮১ ইনিংসে ২৩.৬২ গড়ে ৪১৪ উইকেট এবং ১৪৭ ইনিংসে ২২.৬৪ গড়ে ২৮৯৮ রান
- **টিম সাউদি (নিউজিল্যান্ড):** ১০৭ টেস্টের ২০৩ ইনিংসে ৩০.২৬ গড়ে ৩৯১ উইকেট এবং ১৫৬ ইনিংসে ১৫.৪৮ গড়ে ২২৪৫ রান
- **ইয়ান বোথাম (ইংল্যান্ড):** ১০২ টেস্টের ১৬৮ ইনিংসে ২৮.৪০ গড়ে ২৮৩ উইকেট এবং ১৬১ ইনিংসে ৩৩.৫৪ গড়ে ৫২০০ রান
- **মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া):** ৯৬ টেস্টের ১৮৪ ইনিংসে ২৭.৫৭ গড়ে ৩৮২ উইকেট এবং ১৩৯ ইনিংসে ২০.১৫ গড়ে ২২১৭ রান
- **ইমরান খান (পাকিস্তান):** ৮৮ টেস্টের ১৪২ ইনিংসে ২২.৮১ গড়ে ৩৬২ উইকেট এবং ১২৬ ইনিংসে ৩৭.৬৯ গড়ে ৩৮০৭ রান
- **ড্যানিয়েল ভেট্টোরি (নিউজিল্যান্ড):** ১১৩ টেস্টের ১৮৭ ইনিংসে ৩৪.৩৬ গড়ে ৩৬২ উইকেট এবং ১৭৪ ইনিংসে ৩০.০০ গড়ে ৪৫৩১ রান
- **চামিন্দা ভাস (শ্রীলঙ্কা):** ১১১ টেস্টের ১৯৪ ইনিংসে ২৯.৫৮ গড়ে ৩৫৫ উইকেট এবং ১৬২ ইনিংসে ২৪.৩২ গড়ে ৩০৮৯ রান
- **রবীন্দ্র জাদেজা (ভারত):** ৮০ টেস্টের ১৫০ ইনিংসে ২৪.১৪ গড়ে ৩২৩ উইকেট এবং ১১৮ ইনিংসে ৩৪.৭৪ গড়ে ৩৩৭০ রান
- **মিচেল জনসন (অস্ট্রেলিয়া):** ৭৩ টেস্টের ১৪০ ইনিংসে ২৮.৪০ গড়ে ৩১৩ উইকেট এবং ১০৯ ইনিংসে ২২.২০ গড়ে ২০৬৫ রান
- **রিচি বেনো (অস্ট্রেলিয়া):** ৬৩ টেস্টের ১১৬ ইনিংসে ২৭.০৩ গড়ে ২৪৮ উইকেট এবং ৯৭ ইনিংসে ২৪.৪৫ গড়ে ২২০১ রান
- **ক্রিস কেয়ানর্স (নিউজিল্যান্ড):** ৬২ টেস্টের ১০৪ ইনিংসে ২৯.৪০ গড়ে ২১৮ উইকেট এবং ১০৪ ইনিংসে ৩৩.৫৩ গড়ে ৩৩২০ রান
- **অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ (ইংল্যান্ড):** ৭৯ টেস্টের ১৩৭ ইনিংসে ৩২.৭৮ গড়ে ২২৬ উইকেট এবং ১৩০ ইনিংসে ৩১.৭৭ গড়ে ৩৮৪৫ রান
- **বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড):** ১১০ টেস্টের ১৬০ ইনিংসে ৩২.৩৬ গড়ে ২১০ উইকেট এবং ১৯৮ ইনিংসে ৩৫.৫৫ গড়ে ৬৭১৯ রান
- **সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ):** ৭১ টেস্টের ১৪১ ইনিংসে ৩১২.৭২ গড়ে ২৪৬ উইকেট এবং ১৩০ ইনিংসে ৩৭.৭৭ গড়ে ৪৬০৯ রান
- **মঈন আলী (ইংল্যান্ড):** ৬৮ টেস্টের ১১৯ ইনিংসে ৩৭.৩১ গড়ে ২০৪ উইকেট এবং ১১৮ ইনিংসে ২৮.১২ গড়ে ৩০৯৪ রান
- **মেহেদী হাসান মিরাজ (বাংলাদেশ):** ৫৩ টেস্টের ৯৩ ইনিংসে ২০৫ উইকেট এবং ৯৬ ইনিংসে ২৪.০৪ গড়ে ২০৬৮ রান।

ঘটনাবহুল ফাইনালে কিংসই চ্যাম্পিয়ন

মো. সামীম সরদার

একটি ফুটবল ম্যাচ শুরুর পর ফলাফল পেতে অপেক্ষা এক সপ্তাহ। এমন বিরল ঘটনা দেখলো বাংলাদেশের দর্শকরা। টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যে ঘটনা ছড়িয়ে দিয়েছে অনেক দেশের ফুটবল প্রেমীদের কাছে। বসুন্ধরা কিংস ও আবাহনীর মধ্যকার ফেডারেশন কাপ ফুটবলের ফাইনাল শুরু হয়েছিল ২২ এপ্রিল। শেষ হয়েছে ২৯ এপ্রিল। দীর্ঘ এই সময়ে দুই দলের সমর্থকদেরই ছিল রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। যারা এই ম্যাচের খোঁজ-খবর রাখতে পারেননি এই প্রতিবেদন পড়লে তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে; ম্যাচ কি তাহলে ৭ দিন ধরেই চলেছে?

না। ১২০ মিনিটের ফাইনালের প্রথম ১০৫ মিনিট হয়েছিল ২২ এপ্রিল এবং শেষ ১৫ মিনিট ও টাইব্রেকার ২৯ এপ্রিল। নাটকীয় এই ম্যাচ উপহার দিয়েছে ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়াম। বৈশাখী ঝড় প্রথম দিন মাঝপথে খেলা থামিয়ে দিয়েছিল। ঝড়ের সাথে ছিল বৃষ্টি। ঝড়-বৃষ্টি থেমে মিষ্টি রোদ ছড়ালেও মাঠের পানি সরিয়ে খেলার উপযুক্ত করতে লেগে যায় ঘণ্টাখানেক। নির্ধারিত সময়ের বাকি সময় এবং অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের প্রথমার্ধ শেষে খেলা স্থগিত করতে হয় আলোকস্বল্পতায়।

২০২২ সালের পর আবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দারুণ সুযোগ এসেছিল আবাহনীর সামনে। ২২ এপ্রিল ঝড়-বৃষ্টিতে মাখামাখি ম্যাচ যখন স্থগিত করা হয়, তখন বসুন্ধরা কিংস ছিল ১০ জনের দল। ম্যাচ চলছিল ১-১ গোলে। অতিরিক্ত সময়ের প্রথম ১৫ মিনিটের শেষের দিকে লালকার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন কিংসের ফয়াল আহমেদ ফাহিম। টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ালিফায়ারে আবাহনী ১০ জন নিয়ে হারিয়েছিল বসুন্ধরা কিংসকে। ফাইনালে সেই বন্ধুরা ছিল ১০ জনের দল। আবাহনী সমর্থকরা ধরেই নিয়েছিলেন শেষ ১৫ মিনিটে তাদের প্রিয় দল গোল করে শিরোপা উদযাপন করতে পারবে। আলোকস্বল্পতায় যখন ম্যাচ চালানো সম্ভব কি না, তা নিয়ে দুইপক্ষের সাথে আলোচনা করছিলেন রেফারি ও ম্যাচ কমিশনার তখন আবাহনী খেলে যাওয়ার পক্ষেই মত দিয়েছিল। কিংস চেয়েছিল ম্যাচটি যাতে ওই দিন আর না হয়। শেষ পর্যন্ত রেফারি খেলা স্থগিত করেন।

যেখানে শেষ সেখান থেকেই শুরু; এক সপ্তাহ পর সেই ময়মনসিংহে বাকি ১৫ মিনিট খেলেছে দেশের দুই শক্তিশালী দল। একজন কম থাকায় কিংসের পরিকল্পনা ছিল গোল দিতে না পারলেও নিজেদের গোলপোস্ট অক্ষত রেখে ম্যাচটিকে টেনেটুনে টাইব্রেকারে নিয়ে যাওয়া। প্রতিপক্ষ আবাহনীর গোলরক্ষক মিতুল মারমা জাতীয় দলের কোচ হাভিয়ার কাবরেরার প্রথম পছন্দ। এ সময়ে দেশের এক নম্বর গোলরক্ষকও এই পাহাড়ী যুবক। কিংস তারপরও টাইব্রেকারকেই হয়তো নিরাপদ মনে করেছিল। কারণ, টাইব্রেকারে অনেক নাটকীয় কিছু ঘটতে পারে। টাইব্রেকারই অনেক গোলরক্ষককে হিরো বানিয়ে দেয়। এবারের ফেডারেশন কাপের ফাইনাল যেমন হিরো বানিয়েছে তরুণ মেহেদী হাসান শ্রাবণকে। '১৫ মিনিটের ফাইনালে' কোনো গোল হয়নি। ২২ এপ্রিলের ১-১ স্কোরেই ২৯ এপ্রিল ম্যাচ শেষ হয়। টাইব্রেকারে আবাহনীকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে চতুর্থবারের মতো এবং টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয় বসুন্ধরা কিংস। মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ জিতেছিল বসুন্ধরা কিংস। জিতলো ফেডারেশন কাপও। এই মৌসুমের তিন ট্রফির দুটিই গেলো দলটির নতুন কোচ রোমানিয়ান ভ্যালেরিও তিতার দলে। লিগ শিরোপা ধরে রাখার লড়াই থেকে বলতে গেলে ছিটকে গেছে কিংস। লিগ না জিতলেও মৌসুমে বেশি ট্রফি ঘরে নিতে পেরেছে টানা পাঁচবারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা।

টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলেছেন মিতুল মারমা। আবাহনীকে ফাইনালে তুলতে তাঁর ছিল বড় অবদান। গোলপোস্টে দেওয়াল হয়ে তিনিই জিতেছেন টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার। কিন্তু তিনি যে ফাইনালের নায়ক হতে পারেননি। জাতীয় দলে তাঁর সহকারী শ্রাবণ টাইব্রেকারে আবাহনীর নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড এমেকার শট ঠেকিয়ে দিয়েই ফাইনালের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন। মিতুল পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেললেও শ্রাবণ ফাইনালে পারফরম্যান্স দেখিয়ে দলকে শিরোপা জিতিয়ে দেন এবং নিজে জিতে নেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। কোনো শট ঠেকাতে পারেননি আবাহনীর মিতুল মারমা। কিংসের কেউ শট বাইরেও মারেননি। পাঁচটিই লক্ষ্যভেদ করেছেন তাঁরা। আবাহনী ৪ শট নিয়ে গোল করে ৩টি। পঞ্চম শটের প্রয়োজনই হয়নি।

ফেডারেশন কাপের সর্বাধিক ১২ বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনী। দলটির সুযোগ ছিল ট্রফির সংখ্যা ১২ থেকে বাড়িয়ে ১৩ করার। এ কীর্তি গড়তে তাঁদের জিততে হতো '১৫ মিনিটের' একটি লড়াই। পারেনি তাঁরা। চিরাচরিত সেমিফাইনাল পদ্ধতির পরিবর্তে এবার টুর্নামেন্টে রাখা হয়েছিল কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেশন ম্যাচ। গ্রুপ ম্যাচ শেষে চার দল নিয়ে হয়েছে এই পর্ব। দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল মুখোমুখি হয়েছিল কোয়ালিফায়ার-১, দুই রানার্সআপ দল নিয়ে হয়েছিল এলিমিনেশন ম্যাচ। কিংসের বিপক্ষে কোয়ালিফায়ার-১ বিজয়ী হয়ে ফাইনালে উঠেছিল আবাহনী। এলিমিনেশন ম্যাচ জিতে সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রেখেছিল রহমতগঞ্জ। কোয়ালিফায়ার-১ হারা বসুন্ধরা এলিমিনেশন জেতা রহমতগঞ্জকে হারিয়ে উঠেছিল ফাইনালে।

কোয়ালিফায়ার-১ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস ও 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আবাহনী। কুমিল্লার দর্শকদের জন্য আরেকটি দুর্দান্ত ম্যাচ উপহার দিয়েছিল দুই দল। এবারের দলবদলে আবাহনী ছিল বিদেশিশূন্য। মধ্যবর্তী দলবদলে আকাশি-নীলরা দুইজন বিদেশি নিয়েছে। একজন ব্রাজিলের, অরেকজন নাইজেরিয়ান। এই দুই ফুটবলার যোগ হওয়ায় আবাহনীর শক্তিও বেড়েছে। যার প্রতিফলন দেখা গেছে কিংসের বিপক্ষে ম্যাচে। ১০ জনের দল নিয়ে প্রথম কোয়ালিফায়ারে আবাহনী হারায় কিংসকে। তাঁরা দুই আসর পর উঠেছিল ফেডারেশন কাপ ফুটবলের ফাইনালে। তবে শিরোপা পুনরুদ্ধার করা হয়নি আকাশি-নীলদের।

কয়েক মৌসুম ধরে ট্রফির জন্য হাহাকার আবাহনীর। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা সবশেষ জিতেছে ২০১৭-২০১৮ মৌসুমে, স্বাধীনতা কাপ জিতেছে সবশেষ ২০২১ সালে এবং ২০২২ সালে জিতেছে ফেডারেশন কাপ। মাঝে দুই বছর কোনো ট্রফিই যায়নি আবাহনীর ঘরে। দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির সমর্থকদের কাছে

যা পুরোপুরি হতাশার। এই হতাশা দুর করতে আবাহনী সমর্থকরা তাকিয়েছিল এই ফাইনালের দিকে। দুর্ভাগ্য তাঁদের- আরও একবার শিরোপার কাছাকাছি থেকে ফিরতে হলো।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ঝড় বয়ে যায় ক্লাবটির ওপর দিয়ে। এই মৌসুমে আবাহনীর ফুটবল দল তৈরিই হয়ে পড়েছিল অনিশ্চিত। শেষ মুহূর্তে তারা দল গঠন করেছে। তবে প্রথম লেগে দল ছিল বিদেশি ছাড়া। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে আছে দ্বিতীয় স্থানে এবং ফেডারেশন কাপে হয়েছে রানার্সআপ। ফেডারেশন কাপের শিরোপা পুনরুদ্ধার করতে না পারলেও এ মৌসুমে ট্রফি জয়ের লড়াইয়ে এখনো ভালোভাবেই টিকে আছে মারুফুল হকের আবাহনী।

এক নজরে ফলাফল

‘এ’ গ্রুপ

০৩.১২.২০২৪: বসুন্ধরা কিংস-১(তপু বর্মন) : ব্রাদার্স ইউনিয়ন-০

০৩.১২.২০২৪: পুলিশ এফসি-০ : ফর্টিস এফসি-০

১৭.১২.২০২৪: ফর্টিস এফসি-২(জাসুর জুমায়েভ, আব্দুল্লাহ) : বসুন্ধরা কিংস-০

১৭.১২.২০২৪: ব্রাদার্স-৮(মুস্তাফা-৩, সাজ্জাদ-৩, কাওসার রাব্বি, কিংসলে) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-০

৩১.১২.২০২৪: ফর্টিস এফসি-৩(জয় কুমার-২, নোভা) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-০

৩১.১২.২০২৪: বসুন্ধরা কিংস-৩(তপু বর্মন, মিগুয়েল, ফার্নান্দেজ) : পুলিশ এফসি-২(আল-আমিন-২)

১৪.০১.২০২৫: পুলিশ এফসি-২ (মান্নাফ রাব্বী, এসানুর) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-১(ইমন)

১৪.০১.২০২৫: ব্রাদার্স-১(ফজলে রাব্বী) : ফর্টিস এফসি-০

২৮.০১.২০২৫: ব্রাদার্স-০ : পুলিশ-০

২৮.০১.২০২৫: বসুন্ধরা কিংস-৫(মিগুয়েল, সোহেল রানা, রাসেল, সোহেল রানা-২, তপু বর্মন) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-০

‘বি’ গ্রুপ

১০.১২.২০২৪: রহমতগঞ্জ-১(রাজন) : মোহামেডান-০

১০.১২.২০২৪: আবাহনী-৩(সুমন রেজা, ইব্রাহিম, ইয়াসিন) : চট্ট. আবাহনী-০

২৪.১২.২০২৪: মোহামেডান-৬(মোজাফফরভ, দিয়া বাতে,আরিফ,রাজু,সৌরভ,জুয়েল) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০

২৪.১২.২০২৪: রহমতগঞ্জ-৬(জীবন-৩, স্যামুয়েল, মারাজ, তোহা) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০

০৭.০১.২০২৫: চট্ট. আবাহনী-২(সাইফুল, সবুজ) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-২(তুরায়েভ, শান্ত টুডো)

০৭.০১.২০২৫: আবাহনী-১(ইব্রাহিম) : মোহামেডান-০

২১.০১.২০২৫: আবাহনী-৩(ইয়াসিন, মুরাদ, মাহদি ইউসুফ) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০

২১.০১.২০২৫: রহমতগঞ্জ-৩(মোস্তাফা, বোয়েটেং, তোহা) : চট্ট. আবাহনী-০

৩১.০১.২০২৫: আবাহনী-২ : রহমতগঞ্জ-০

৩১.০১.২০২৫: মোহামেডান-৫(মঙ্গীন-২, জিসান, আরিফ-২, : ইয়ংমেন্স-২(রাফায়েল টুডু, তুরায়েভ) কোয়ালিফায়ার্স-১

০৮.০৪.২০২৫: আবাহনী-৪(১)(আকাশ) : বসুন্ধরা কিংস-২(১)(জনি) এলিমিনেশন

০৮.০৪.২০২৫: রহমতগঞ্জ-২(বোয়েটেং, সলোমন কিং) : ব্রাদার্স-১(এমফন উদোহ) কোয়ালিফায়ার্স-২

১৫.০৪.২০২৫: বসুন্ধরা কিংস-২ (সাদ উদ্দিন, ইনসান) : রহমতগঞ্জ-১(সলোমন কিং) ফাইনাল

২২.০৪.২০২৫: বসুন্ধরা কিংস-১(লেসকানো)(৫) : আবাহনী-১(ইব্রাহীম)(৩) পুরস্কার

চ্যাম্পিয়ন: বসুন্ধরা কিংস

রানার্সআপ: আবাহনী

ফেয়ার প্লে: রহমতগঞ্জ

ম্যান অব দ্য ফাইনাল: মেহেদী হাসান শ্রাবণ (বসুন্ধরা কিংস)

ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট: তপু বর্মন (বসুন্ধরা কিংস)

সর্বাধিক গোলদাতা (৩টি): তপু বর্মন (বসুন্ধরা কিংস), আরিফ হোসেন (মোহামেডান), মুস্তাফা দ্রামেহ, সাজ্জাদ হোসেন (ব্রাদার্স), স্যামুয়েল বোয়েটেং, নাবিব নেওয়াজ জীবন (রহমতগঞ্জ), মোহাম্মদ ইব্রাহীম (আবাহনী)।

সেরা গোলরক্ষক: মিতুল মারমা (আবাহনী)

গোলদাতার তালিকা

৩টি: তপু বর্মন (বসুন্ধরা কিংস), আরিফ হোসেন (মোহামেডান), মুস্তাফা দ্রামেহ, সাজ্জাদ হোসেন (ব্রাদার্স), স্যামুয়েল বোয়েটিং, নাবিব নেওয়াজ জীবন (রহমতগঞ্জ), মোহাম্মদ ইব্রাহীম (আবাহনী)।

২টি: মিগুয়েল (বসুন্ধরা কিংস), আকোবির তুরায়েভ (ইয়ংমেন্স ক্লাব), আল-আমিন (পুলিশ এফসি), রাজু আহমেদ জিসান, মইনুল ইসলাম মইন (মোহামেডান), কাউসার রাব্বি (ব্রাদার্স), ইয়াছিন খাঁন (আবাহনী), জয় কুমার (ফর্টিস এফসি), মোহাম্মদ তোহা, সলোমন কিং (রহমতগঞ্জ)।

১টি: সোহেল রানা, সোহেল রানা জুনিয়র, ফার্নান্দেজ,মজিবুর রহমান জনি, ইনসান হোসেন, রাকিব হোসেন (বসুন্ধরা কিংস), ইসনুর রহমান, মান্নাফ রাব্বী (পুলিশ এফসি), এলিটা কিংসলে, এমফন উদোহ (ব্রাদার্স), সাইফুল ইসলাম, তৌহিদুল আলম সবুজ (চট্টগ্রাম আবাহনী), সুমন রেজা, হাসান মুরাদ টিপু, মাহদি ইউসুফ খান, এনামুল হোসেন গাজী, মোহাম্মদ রিদয়, আরমান ফয়সাল আকাশ (আবাহনী), মোহাম্মদ ইমন (ঢাকা ওয়ান্ডারার্স), সোলেমান দিয়বাতে, মুজাফফর মুজাফফরভ, জুয়েল মিয়া, সৌরভ দেওয়ান (মোহামেডান), মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পিয়াস আহমেদ নোভা, জাসুর জুমায়েভ (ফর্টিস এফসি), শান্ত টুডো, রাফায়েল টুডো (ইয়ংমেন্স ক্লাব), রাজন হাওলাদার, মারাজ হোসেন, মোস্তাফা কাহরাবা (রহমতগঞ্জ)।

হ্যাটট্রিক

৩টি: সাজ্জাদ হোসেন, মুস্তাফা দ্রামেহ (ব্রাদার্স) ও নাবিব নেওয়াজ জীবন (রহমতগঞ্জ)।

রোল অব অনার

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
১৯৮০	মোহামেডান ও ব্রাদার্স (যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন)	
১৯৮১	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৮২	মোহামেডান ও আবাহনী (যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন)	
১৯৮৩	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৮৪	ফাইনাল পরিত্যক্ত	
১৯৮৫	আবাহনী	ব্রাদার্স
১৯৮৬	আবাহনী	ব্রাদার্স
১৯৮৭	মোহামেডান	ওয়ান্ডারার্স
১৯৮৮	আবাহনী	মোহামেডান
১৯৮৯	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৯১	ব্রাদার্স	মোহামেডান
১৯৯৪	মুক্তিযোদ্ধা	আবাহনী
১৯৯৫	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৯৭	আবাহনী	আরামবাগ
১৯৯৯	আবাহনী	মুক্তিযোদ্ধা
২০০০	আবাহনী	মোহামেডান
২০০১	মুক্তিযোদ্ধা	আরামবাগ
২০০২	মোহামেডান	মুক্তিযোদ্ধা
২০০৩	মুক্তিযোদ্ধা	মোহামেডান
২০০৫	ব্রাদার্স	মুক্তিযোদ্ধা
২০০৮	মোহামেডান	আবাহনী
২০০৯	মোহামেডান	আবাহনী
২০১০	আবাহনী	শেখ জামাল
২০১১-১২	শেখ জামাল	বিজেএমসি
২০১২	শেখ রাসেল	শেখ জামাল
২০১৩	শেখ জামাল	মুক্তিযোদ্ধা
২০১৫	শেখ জামাল	মুক্তিযোদ্ধা
২০১৬	আবাহনী	আরামবাগ
২০১৭	আবাহনী	চট্টগ্রাম আবাহনী
২০১৮	আবাহনী	বসুন্ধরা কিংস
২০১৯-২০	বসুন্ধরা কিংস	রহমতগঞ্জ
২০২০-২১	বসুন্ধরা কিংস	সাইফ এসসি
২০২১-২২	আবাহনী	রহমতগঞ্জ
২০২২-২৩	মোহামেডান	আবাহনী
২০২৩-২৪	বসুন্ধরা কিংস	মোহামেডান
২০২৪-২৫	বসুন্ধরা কিংস	আবাহনী

নতুন সাজে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম

মো. সামীম সরদার

প্রায় ৫ বছর পর ফুটবল ফিরছে দেশের খেলাধুলার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে। সবশেষ এই স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ফুটবল হয়েছিল ২০২০ সালের নভেম্বরে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) নেপালকে আতিথেয়তা দিয়েছিল দুই ম্যাচের ফিফা ফ্রেন্ডলি সিরিজে। ১৩ ও ১৭ নভেম্বর হওয়া ম্যাচের প্রথমটি ২-০ গোলে জিতে এবং দ্বিতীয়টি গোলশূন্য ড্র করে সিরিজ জিতেছিল লাল-সবুজের দল।

দীর্ঘদিন পর এই স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ফুটবল আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। আগামী ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি হবে নতুন সাজের এই স্টেডিয়ামে। তার আগে ৫ জুন হওয়ার কথা একটি ফিফা ফ্রেন্ডলি। ওই ম্যাচের ভেন্যুও ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম। এক কথায় ২০২০ সালের নভেম্বরের পর ২০২৫ সালের জুনে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ।

দীর্ঘদিন এই স্টেডিয়ামে ফুটবল না হওয়ার কারণ আধুনিকায়নের কাজ। প্রায় ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্টেডিয়াম নতুন রূপ পেয়েছে। আগে বেশ কয়েকবার এই স্টেডিয়াম সংস্কার হলেও এবারেই সবচেয়ে বেশি ব্যয়ে স্টেডিয়ামকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এরই মধ্যে সংস্কার কাজে শেষের পথে। স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইট স্থাপন হয়েছে, মাঠের ঘাস সবুজ হয়ে উঠছে। চলছে ফ্লাডলাইটের আলো পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য কাজের শেষ মুহূর্তের পরিচর্যা।

দেশের প্রধান এই ক্রীড়াভেন্যুর আধুনিকায়নের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ৮০ কোটি টাকা বাজেটে ডিপিপি (ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল) তৈরি করেছিল ২০১৭ সালে। এই প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছিল ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে। পরবর্তীতে সংস্কার পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনলে বাজেট ও সময় বেড়ে যায়। ৯৮ কোটি টাকা বাজেটে নতুন প্রকল্প তৈরি করে কাজ সমাপ্তের সময়সীমা চলে যায় ২০২২ সালের জুনে। তৃতীয়বারের মতো বাজেট ও প্রকল্পের সময়সীমা বেড়ে যায়। ১৫৮ কোটি ৪৫ লাখ টাকার সবশেষ বাজেটে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর।

গত বছর জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, শেখ হাসিনা সরকারের পতন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন এবং দেশে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কাজ কিছুদিন বন্ধ ছিল। কাজ পুনরায় শুরুর পর শেষ করার সবশেষ সময় নির্ধারণ হয় জুন-২০২৫। আধুনিকায়ন কাজের সবশেষে করা হয়েছে স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইট স্থাপন। এই কাজের বাজেট ছিল ৩৮ কোটি টাকার কিছু বেশি। পুরোনো টাওয়ারেই বসানো হয়েছে এলইডি বাল্ব। বয়স হওয়া টাওয়ার ভার সইতে পারবে না বলে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দলের মতামত নিয়ে কিছু বাল্ব বসানো হয়েছে গ্যালারির শেডের ক্যানোপিতে।

গ্যালারিতে শেড বসানোর জন্য দরপত্র হয়েছিল দুই দফায়। প্রথম দফায় ছিল ২৯ কোটি টাকার কাজ, দ্বিতীয় দফার কাজ হয়েছে ১০ কোটি টাকার। স্টেডিয়ামের চারদিকের রাস্তার সংস্কারও করা হয়েছে এক সাথে। শেষ দিকে শোভা বর্ধনের কাজ করা হয়েছে। স্টেডিয়ামে প্রবেশের মূল ফটকগুলোর রাস্তা উন্নত করা হয়েছে।

ফুটবলের পাশাপাশি এই স্টেডিয়াম ব্যবহার করে অ্যাথলেটিকস। নতুন ট্র্যাক স্থাপনের কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। নতুন ট্র্যাকে অ্যাথলেটরা প্রতিযোগিতায় অংশও নিয়েছেন। কিছুদিন আগে হয়েছে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। ফুটবল মাঠের কাজও শেষ দিকে। তবে ৬ কোটি টাকা বাজেটে মাঠ তৈরির ক্ষেত্রে বাফুফের সাথে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে পানি দেওয়ার যন্ত্র একবার বসিয়েও আবার নতুন করে লাগাতে হয়। গ্যালারিতে চেয়ারও বসে গেছে। ঢুকলে সবারই চোখ আঁটকে থাকবে আধুনিকায়ন করা এই স্টেডিয়ামে।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১০ জুনের প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুর জাতীয় দলের ম্যানেজার এরই মধ্যে এই ভেন্যু পরিদর্শন করে গেছেন। ভেন্যু পরিবদর্শন করে গেছেন এএফসির প্রতিনিধি দলও। মে মাসের মধ্যেই স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ পুরোপুরি শেষ করে বাফুফেকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। সিঙ্গাপুর দলের ম্যানেজার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেই গেছেন। বিশেষ করে এই স্টেডিয়াম নতুনভাবে সেজে ওঠার পর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষেই প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ হবে বলে দলটির ম্যানেজার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে গেছেন।

নতুনভাবে সেজে ওঠা এই স্টেডিয়ামে দীর্ঘদিন

পর যখন ফুটবল ফিরবে সেটা হবে ঐতিহাসিক ম্যাচ। ৫ ও ১০ জুন দুই ম্যাচেই খেলবেন বাংলাদেশ ফুটবলের নতুন সুপারস্টার হামজা দেওয়ান চৌধরী। গত ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে শিলংয়ে লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তারকা ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরী। এখন অপেক্ষা দেশের মাটিতে অভিষেক। ৫ জুন প্রীতি ম্যাচের দল পাওয়া গেলে ওই দিনই হামজার নিজ দেশে অভিষেক হয়ে যাবে। কোনো কারণে ওই ম্যাচ না হলে ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অভিষেক হবে তাঁর। নতুন স্টেডিয়ামে হামজাকে নিয়েই ফুটবল ফিরছে। ফুটবলামোদীরা এই ম্যাচ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এই মাঠেই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হতে পারে আরেক প্রবাসী তারকা ফুটবলারের। তিনি কানাডা প্রবাসী সুমিত সোম। কানাডা জাতীয় দলের জার্সিতে দুই ম্যাচ খেলেছেন তিনি। সামিত সোমের বাংলাদেশ দলে অভিষেক হলে তিনিই হবেন অন্য কোনো দেশের জাতীয় দলে খেলা ফুটবলারের বাংলাদেশের জার্সি পরার প্রথম ঘটনা।

২০২০ সালের ১৭ নভেম্বরের পর জাতীয় ফুটবল দল দেশের মাটিতে ১১টি ম্যাচ খেলেছে। বেশিরভাগ ম্যাচই বাফুফেকে আয়োজন করতে হয়েছে বসুন্ধরা কিংসের মাঠ কিংস অ্যারেনায়। সিলেটেও হয়েছে একটি ম্যাচ। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে দীর্ঘদিন সংস্কার কাজ চলতে থাকায় ঘরোয়া ফুটবল আয়োজন করতেও হিমশিম খেতে হয়েছে বাফুফেকে। এই ভেন্যুতে ফুটবল পুরোপুরি ফিরলে আবার জমে উঠবে দেশের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম এলাকা। ঘরোয়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বাফুফের আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনে ভেন্যু সমস্যা দূর হবে অনেকটা।

অনেক দিন বাফুফে আন্তর্জাতিক কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করেনা ভেন্যু সংকটের কারণে। এই স্টেডিয়ামে ফুটবল ফেরার পর বাফুফে নিজেরা যেমন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারবে, তেমন পারবে ফিফা ও এফসির বিভিন্ন টুর্নামেন্ট কিংবা বিভিন্ন বাছাই প্রতিযোগিতার ম্যাচ আয়োজক হওয়ার জন্য আবেদনও করতে পারবে। অনেক বছর ধরেই বাফুফের টুর্নামেন্ট হাতছাড়া হয়েছে ভেন্যু সংকটের কারণে। পুরুষ ফুটবলের পাশাপাশি এখন নারী ফুটবলেও ব্যস্ত সূচি থাকে। মেয়েদের পরের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য বাফুফে এখন আবেদন করতে পারবে। বয়সভিত্তিক কিছু খেলার ভেন্যুর সমাধান হতে পারে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম।

দীর্ঘদিন পর ফুটবলের প্রাণকেন্দ্রে ফুটবল ফিরছে। তাই তো ফুটবলামোদীদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে উচ্ছ্বাস। এই মাঠে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ হতে পারে না বলে দেশের দুই জনপ্রিয় দল মোহামেডান ও আবাহনীকে হোমভেন্যু বানাতে হয়ে ঢাকার বাইরে গিয়ে। অনেক ফুটবল দর্শকই আছেন যারা মোহামেডান ও আবাহনীর ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখেন না অনেক দিন। সেই ফুটবলপ্রিয় দর্শকদের সুখবর নিয়ে পুরোপুরি তৈরি নতুন সাজের ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম।

বাফুফে কোনো প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে না পারলেও আগামী এক বছরে এএফসি এশিয়ান কাপের তিনটি হোম ম্যাচ আছে বাংলাদেশের। বাফুফের ইচ্ছা হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি চট্টগ্রাম এবং ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি সিলেটে আয়োজন করার। হামজার জন্যই এই ম্যাচটি তাঁর অঞ্চলে করার পরিকল্পনা নিয়েছে বাফুফে। ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ। এর আগে সিলেট জেলা স্টেডিয়ামের কিছু সংস্কার প্রয়োজন হবে। সেগুলো সময়মতো করতে পারলে হামজা দেওয়ান চৌধুরী ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি তাঁর সিলেটেই খেলতে পারবেন। ঢাকার বাইরে দুটি ম্যাচ আয়োজনের জন্য বাফুফে চেষ্টা করলেও শেষ অনুমোদন আসবে এএফসি থেকে। বাফুফে আশাবাদী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তারা সিলেট ও চট্টগ্রাম স্টেডিয়াম আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে। না পারলে শেষ ভরসা ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম।

প্রিমিয়ার ক্রিকেটে আবাহনীর হ্যাটট্রিক শিরোপা

মো. মুলতানুর রহমান

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে পরপর তিন বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে আবাহনী লিমিটেড

হারের গ্লানিতে শুরু, জয়ে রাঙানো শেষ- এভাবেই শিরোপা উৎসবে মেতে ওঠার পথ পরিক্রমা সাজিয়েছে আবাহনী লিমিটেড। ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে আগের দুই মৌসুমের মতো এবারও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের ঐতিহ্যবাহী দলটি। এই নিয়ে পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবাহনী গড়েছে অন্যরকম রেকর্ড।২০১৩/১৪ মৌসুম থেকে লিস্ট 'এ' মর্যাদা পাওয়ার পর প্রথম দল হিসেবে ডিপিএলে হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের কীর্তি একমাত্র আবাহনীরই। অবশ্য এর আগেও একবারটানা তিন ট্রফি (২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০২০-২১, মাঝে ২০১৯-২০ ডিপিএল করোনার কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি) জিতেছিল দলটি, কিন্তু এর মধ্যে ২০২০-২১ মৌসুমের শিরোপা ছিল টি-টোয়েন্টি সংস্করণের। সব মিলিয়ে ঢাকার শীর্ষ ক্রিকেট লিগে ২৪তম শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছে আবাহনী। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তারকায় ঠাসা শক্তিশালী দল গড়েও যাদেরকে এই নিয়ে পরপর দুই মৌসুমে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

বরাবরের মতো ১২ দলের অংশগ্রহণে প্রথম পর্বে রাউন্ড রবিন লিগ এবং তারপর পয়েন্ট তালিকার সেরা ৬ দলকে নিয়ে সুপার লিগ, সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া দল চ্যাম্পিয়ন- অনেকদিন ধরে প্রচলিত ফরম্যাট অনুযায়ী প্রিমিয়ার ক্রিকেটের আনুষ্ঠানিক কোনো ফাইনাল ছিল না এবারও। যদিও আবাহনী ও মোহামেডানের মধ্যকার সুপার লিগের শেষ ম্যাচটি পরিণত হয়েছিল 'অলিখিত' ফাইনালে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের সমীকরণ দাঁড়িয়েছিল এমন, যে দল জিতবে সে দলই হাসবে শেষ হাসি। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে মোহামেডানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা নিজেদের ঘরেই রেখে দিয়েছে সর্বোচ্চ ২৮ পয়েন্ট পাওয়া আবাহনী।অথচ, দলটির এবারের মিশন শুরু হয়েছিল অগ্রণী ব্যাংকের কাছে ৬ উইকেটের একতরফা পরাজয় দিয়ে। গত আসরে টানা ১৬ ম্যাচ জিতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়া আবাহনী এমন অপ্রত্যাশিত হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াতে অবশ্য একদমই সময় নেয়নি। দ্বিতীয় ম্যাচে গুলশান ক্রিকেট ক্লাবকে ১৬২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে জয়ে ফেরার পর দলটি জিতেছে টানা ৯ ম্যাচ। শেষ পর্যন্তপ্রথম পর্বে রাউন্ড রবিন লিগের শেষ ম্যাচে আবাহনীকে ৩৯ রানে পরাজয়ের স্বাদ উপহার দেয় মোহামেডান। দুই ম্যাচ বাদে বাকি ১৪ ম্যাচেই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আবাহনী।

অবশ্য সমান ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সুপার লিগ শুরু করা আবাহনী ও মোহামেডান দু'দলই ছিল শিরোপার দাবীদার। অন্য চার দলের মধ্যে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স (১৬ পয়েন্ট) কাছাকাছি থাকলেও গুলশান ক্রিকেট ক্লাব (১৫ পয়েন্ট), অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব (১৪ পয়েন্ট) ও লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ (১৩ পয়েন্ট) ছিল অনেকটাই পিছিয়ে।এই পর্বে কোনো ম্যাচই হারেনি আকাশি-হলুদ জার্সিধারীরা, জিতে নিয়েছে টানা ৫টি ম্যাচই। এর মধ্যে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিপক্ষে প্রায় হারতে হারতে জিতেছে মাত্র ১০ রানের ব্যবধানে। রুদ্ধশ্বাস ওই জয়ই মূলত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে দেয় আবাহনীকে। অন্যদিকে সুপার লিগেবৃষ্টিবিঘ্নিত কার্টেল ওভারের প্রথম ম্যাচেই লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের কাছে ৯ উইকেটের হার মোহামেডানকে বেশ পিছিয়ে দেয়। অবশ্য এরপর টানা তিন জয়ে আবারও কক্ষপথে ফিরলেও আবাহনীর বিপক্ষে 'ফাইনালে' পরিণত হওয়া শেষ ম্যাচে পরাজয় সাদা-কালো জার্সিধারীদের উপহার দেয় স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা!১২ জয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হয়েছে মোহামেডান।

এমনিতে গত কয়েক মৌসুম ধরেই জাতীয় দলের তারকাদের আধিক্যে দুর্দান্ত দল গড়ে প্রিমিয়ার ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে দাপট দেখিয়ে আসছে আবাহনী। যেখানে জড়িয়ে ছিল নানা রকম বিতর্ক ও সমালোচনা এবং উঠেছিল কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নও। তবে, দলটির এবারের শিরোপা জয়ের বিশেষত্ব রয়েছে। গত জুলাই-আগস্টে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কোণঠাসা হওয়া আবাহনীএবার দলবদলের সময় বাজেট স্বল্পতার কারণে পছন্দমতো সেরা দল সাজাতে পারেনি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মোটামুটি মাঝারি মানের দল গঠন করে আকাশি-হলুদ জার্সিধারীরা, যেখানে ছিল প্রতিভাবান তরুণ ও উঠতি খেলোয়াড়দের আধিক্য। বিসিবির নির্বাচকের পদ ছেড়ে কোচিংয়ে আসা হান্নান সরকারের কৌশলী দিকনির্দেশনায় লক্ষ্যে অটুট থেকে অসম্ভব লড়াকু পারফরম্যান্স দেখিয়ে এই দল নিয়েই বাজিমাত করেছে আবাহনী। প্রথমে নাজমুল হোসেন শান্ত অধিনায়কত্ব করলেও বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট

ট্রফি হাতে উল্লাসিত আবাহনীর অধিনায়ক মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ও কোচ হান্নান সরকার

সুপার লিগ শেষে পয়েন্ট তালিকা...

দল	ম্যাচ	জয়	হার	ফলহীন	পয়েন্ট	রানরেট
আবাহনী লিমিটেড	১৬	১৪	২	০	২৮	১.৩০৮
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব	১৬	১২	৪	০	২৪	০.৫০০
গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স	১৬	১০	৬	০	২০	০.৭০৪
লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ	১৬	৯	৬	১	১৯	১.২২২
গুলশান ক্রিকেট ক্লাব	১৬	৮	৭	১	১৭	-০.২২৭
অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব	১৬	৮	৮	০	১৬	০.১৩২

সিরিজে জাতীয় দলের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ার পর নেতৃত্বের ভার ওঠে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের কাঁধে। 'আবাহনীর ঘরের ছেলে' খ্যাত এই স্পিন অলরাউন্ডার ঠান্ডা মাথায় দক্ষক্যাপ্টেন্সির পাশাপাশি ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে দলের শিরোপা জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন।

১৬ ইনিংসে ১৭.০৬ গড়ে আসরের যুগ্ম সর্বোচ্চ ৩০ উইকেট ও ১৪ ইনিংসে ৪৮.৭০ গড়ে ৪৮৭ রান- অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য দেখিয়ে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন মোসাদ্দেক। তাঁর অফস্পিনের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে ৩০ উইকেট শিকার করেছেন আবাহনীর বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান। এই দু'জনের পাশাপাশি আরেক তরুণ অফস্পিনার মাহফুজুর রহমান রাব্বি ১৯ উইকেট এবং ফাস্ট বোলার নাহিদ রানা ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী উভয়েই ১৩টি করে উইকেট নিয়ে দলের বোলিং লাইনআপে দারুণ সাপোর্ট দিয়েছেন। আর ব্যাটিংয়ে ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন (১৬ ইনিংসে ৭৯৮ রান), উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ মিঠুন (১৪ ইনিংসে ৫২১ রান), তরুণ উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান জিসান আলম (১৫ ইনিংসে ৪০০ রান) ও নিয়মিত অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত (৯ ইনিংসে ৩৬২ রান) প্রতিপক্ষের বোলারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন।অবশ্য কারও একক নৈপুণ্যে নয়, টিম স্পিরিটে বলীয়ান হয়েই মাঝারি মানের দল নিয়েও শিরোপার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে চমকে দিয়েছে আবাহনী।

শাইনপুকুর ও পারটেক্সের অবনমন

ডিপিএলের রাউন্ড রবিন লিগ পর্ব শেষে পয়েন্ট তালিকার একেবারে নিচের সারির ৩ দল পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব (৬ পয়েন্ট), ব্রাদার্স ইউনিয়ন (৫ পয়েন্ট) ও শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাব (২ পয়েন্ট) মোকাবেলা করে রেলিগেশন লিগে। এর মধ্যে ব্রাদার্স টানা দুই জয়ে টিকে যায় প্রিমিয়ার ডিভিশনে। অন্যদিকে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও ছিটকে যায় পারটেক্স। এ ছাড়া ১৩ ম্যাচে ১২ হারের বিপরীতে মাত্র ১ ম্যাচ জেতা শাইনপুকুর পড়েছিল পয়েন্ট তালিকার তলানিতে। আগামী মৌসুমে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে খেলতে হবে অবনমন হওয়া দুই ক্লাব শাইনপুকুর ও পারটেক্সকে। এর পরিবর্তে সেখানকার এবারের আসরের চ্যাম্পিয়ন ঢাকা লেওপার্ডস ও রানার্সআপ সিটি ক্লাব খেলবে প্রিমিয়ার ক্রিকেটের পরবর্তী আসরে।

কে কত বার চ্যাম্পিয়ন...

স্বাধীনতার পর প্রথম বিভাগ ক্রিকেট নামে ঢাকার শীর্ষ ক্রিকেট লিগ প্রথম মাঠে গড়ায় ১৯৭৪-৭৫ মৌসুমে এবং ১৯৮৭-৮৮ মৌসুম থেকে এর নামকরণ করা হয় প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ। এরপর ডিপিএল লিস্ট 'এ' মর্যাদা পায় ২০১২-১৩ মৌসুম থেকে। নানা কারণে মাঝে কয়েকবার লিগ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। প্রথম বিভাগ ও প্রিমিয়ার লিগ মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি ২৪ বার শিরোপা জিতেছে আবাহনী, দ্বিতীয় সফল দল মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৯ বার। এ ছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ৬, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ৪, ওল্ড ডিওএইচএস ২, ব্রাদার্স ইউনিয়ন ১, গাজী ট্যাংক ক্রিকেটার্স ১, প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ১, গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স ১, শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ১ বার করে শেষ হাসি হেসেছে।

যেভাবে চ্যাম্পিয়ন আবাহনী...

১. আবাহনী ২৩৪/১০ (৫০), অগ্রণী ব্যাংক ২৩৫/৪ (৪৫), মিরপুর, ফল-অগ্রণী ব্যাংক ৬ উইকেটে জয়ী

২. আবাহনী ৩২৩/৬ (৫০), গুলশান ক্রিকেট ক্লাব ১৬১/১০ (২৯.৪), বিকেএসপি ৪, ফল- আবাহনী ১৬২ রানে জয়ী

৩. রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব ২৬০/১০ (৪৯.৪), আবাহনী ২৬৪/৬ (৪৭.৩), বিকেএসপি ৩, ফল- আবাহনী ৪ উইকেটে জয়ী

৪. পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব ১০০/১০ (৩৩.১), আবাহনী ১০১/২ (১৪.৩), মিরপুর, ফল- আবাহনী ৮ উইকেটে জয়ী

৫. আবাহনী ৩১০/৮ (৫০), ব্রাদার্স ইউনিয়ন ২৩০/৭ (৫০), বিকেএসপি ৩, ফল- আবাহনী ৮০ রানে জয়ী

৬. লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ ২৯২/৬ (৫০), আবাহনী ২৯৩/৬ (৪৮.৪), বিকেএসপি ৩, ফল- আবাহনী ৪ উইকেটে জয়ী

৭. গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স ১৯৯/১০ (৩৫.১), আবাহনী ২০০/৮ (৩৫), বিকেএসপি ৪, ফল- আবাহনী ২ উইকেটে জয়ী

৮. ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাব ২০১/৯ (৫০), আবাহনী ২০৬/৫ (৩৯.২), মিরপুর, ফল- আবাহনী ৫ উইকেটে জয়ী

৯. শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাব ৮৮/১০ (২৫.৪), আবাহনী ৮৯/০ (৬.৪), বিকেএসপি ৩, ফল- আবাহনী ১০ উইকেটে জয়ী

১০. আবাহনী ২৯০/৯ (৫০), প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ১৫৭/১০ (৩২), বিকেএসপি ৪, ফল- আবাহনী ১৩৩ রানে জয়ী

১১. ফল- মোহামেডান ২৬৪/১০ (৪৮.২), আবাহনী ২২৫/১০ (৪৭.২), মিরপুর, মোহামেডান ৩৯ রানে জয়ী

১২. অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ১০৯/৩ (২৪.৪), আবাহনী ১৫৭/৬ (১৯.২), বিকেএসপি ৩, ফল- আবাহনী ৪ উইকেটে জয়ী

১৩. আবাহনী ২৭৮/১০ (৪৯.৫), গুলশান ক্রিকেট ক্লাব ২২৮/১০ (৫০), মিরপুর, ফল- আবাহনী ৫০ রানে জয়ী

১৪. আবাহনী ২৪৯/১০ (৪৮.২), গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স ২৩৯/১০ (৪৯.৩), মিরপুর, ফল- আবাহনী ১০ রানে জয়ী

১৫. লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ ২২৫/৯ (৫০), আবাহনী ২২৬/৩ (৩৭.৩), বিকেএসপি ৪, ফল- আবাহনী ৭ উইকেটে জয়ী

১৬. মোহামেডান ২৪০/৭ (৫০), আবাহনী ২৪৩/৪ (৪০.৪), মিরপুর, ফল- আবাহনী ৬ উইকেটে জয়ী।

বিগ বাজেটের দল গড়লেও অল্পের জন্য শিরোপার ভাগ্য সহায় হয়নি মোহামেডানের

ডিপিএল মাতানো তারকারা...

মো. মনির উদ্দিন

এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে ব্যাটে-বলে দ্যুতি ছড়িয়েছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্য থেকে সেরাদের সেরা পারফরমারদের কীর্তিগাথার কিছু উল্লেখযোগ্য অধ্যায় তুলে এনেছেন...

আসরে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলেছেন নাঈম শেখ

এনামুল হক বিজয়

এবারের ডিপিএলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এনামুল হক বিজয়

০ এবং ০, প্রথম দুই ম্যাচে কোনো রানই করতে পারেননি। এমনকি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের দলে ডাক পাওয়ায় খেলতে পারেননি সুপার লিগের শেষ দুই ম্যাচও। তারপরও এবারের ডিপিএলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ব্যাটসম্যান হয়েছেন এনামুল হক বিজয়। গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এই ডানহাতি ওপেনার ম্যাচের পর ম্যাচ রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। জোড়া শূন্য দিয়ে শুরুর পর ১২ ইনিংসে তাঁর রান তোলার ধারাবাহিকতা ছিল এমন- ৬৯, ৫২, ৪৮, ১৪৯*, ৬৮, ১৪৪*, ১০, ৭৮, ৩৭, ১, ১১০* ও ১০৮। এর মধ্যে লিগের সর্বোচ্চ যে ৪টি সেঞ্চুরি করেছেন, তার ৩টিতেই ছিলেন অপরাজিত এবং হাফ সেঞ্চুরিও করেছেন ৪টি। সব মিলিয়ে ১৪ ইনিংসে বিজয়ের রান সবার চেয়ে বেশি ৮৭৪, গড় ৭৯.৪৫ যা এবারের আসরের সর্বোচ্চ এবং স্ট্রাইকরেটটাও দারুণ, ৯৭.৪৩। তাঁর চেয়ে দুই ইনিংস বেশি খেলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৯৮ রান (ইনিংস ১৬, গড় ৬১.৬৮, সেঞ্চুরি ২টি, ফিফটি ৬টি) এসেছে আবাহনীর উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান পারভেজ হোসেন ইমনের ব্যাট থেকে। প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের নাঈম শেখ করেছেন তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬১৮ রান (১১ ম্যাচের ১১ ইনিংসে ২টি করে সেঞ্চুরি ও হাফ সেঞ্চুরিতে ৬১.৮০ গড়ে)। এবার ছয়শ'র বেশি রান করেছেন আর একজনই- অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের অমিত হাসান (১৬ ইনিংসে ৬১৪)।

মোসাদ্দেক হোসেন ও রাকিবুল হাসান

যুগ্মভাবে সর্বাধিক উইকেট শিকারি মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ও রাকিবুল হাসান

প্রিমিয়ার ক্রিকেটে বল হাতে বরাবরের মতো এবারও দাপট দেখিয়েছেন স্পিনাররা। সর্বাধিক ৩০টি করে উইকেট দখল করেছেন আবাহনীর অফস্পিনার মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ও একই দলের বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান। কাকতালীয় ব্যাপার হলো উভয়েই বোলিং করেছেন ১৬ ইনিংস এবং গড়ও একই, ১৭.০৬! ডিপিএলের ২০২৪/২৫ মৌসুমের সর্বোচ্চ ১০ উইকেট শিকারির মধ্যে পেসার কেবল ৩ জন- মোহামেডানের মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (১৪ ম্যাচে ২৪ উইকেট), লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের শরীফুল ইসলাম (১৩ ম্যাচে ২১ উইকেট) ও গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের আসাদুজ্জামান পায়েল (১২ ম্যাচে ২০ উইকেট)। তলিকার শীর্ষ দশে থাকা মোসাদ্দেক ও রাকিবুল ছাড়া অন্য ৫ স্পিনার হলেন- মোহামেডানের বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম (১১ ম্যাচে ২৩ উইকেট), অগ্রণী ব্যাংকের বাঁহাতি স্পিনার আরিফ আহমেদ (১৪ ম্যাচে ২৩ উইকেট), গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের বাঁহাতি স্পিনার নিহাদুজ্জামান (১৫ ম্যাচে ২২ উইকেট), গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের অফস্পিনার শেখ পারভেজ জীবন (১৬ ম্যাচে ২১ উইকেট) এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের লেগ স্পিনার ওয়াসি সিদ্দিক (১২ ম্যাচে ১৯ উইকেট)।

নাঈম শেখ ও সৌম্য সরকার

এবারের ডিপিএলে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন 'বদলে যাওয়া' নাঈম শেখ। নিয়মিত রান পেয়েছেন, ইনিংস বড় করেছেন এবং স্ট্রাইকরেটের দিকে মনোযোগী হয়ে 'ইম্প্যাক্টফুল' সব ইনিংস খেলেছেন। কিন্তু বাঁহাতি এই ওপেনারের দুর্ভাগ্য যে, তাঁর দল প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব শুরুর দিকে ভালো করলেও শেষ পর্যন্ত সুপার লিগে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে রাউন্ড রবিন লিগ পর্বে ১১ ম্যাচ খেলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে নাঈমকে। এই ১১ ইনিংসে ২টি সেঞ্চুরি ও ২টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে তাঁর নামের পাশে জমা হয়েছে ৬১.৮০ গড়ে আসরের তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬১৮ রান। যে ছন্দে ছিলেন নাঈম শেখ, যদি সুপার লিগে উঠতে পারতো তাঁর দল এবং তিনি আরও ৫ ইনিংস ব্যাটিং করার সুযোগ পেতেন; তাহলে হয়তো বা এনামুল হক বিজয়ের সর্বোচ্চ ৮৭৪ রানেরর রেকর্ডও ভেঙে ফেলতে পারতেন। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ছিল নাঈমের স্ট্রাইকরেট, ১২১.৮৯ যা সাড়ে পাঁচশ'র বেশি রান করা ছয় ব্যাটসম্যানের মধ্যে সর্বোচ্চ। তাঁর করা দুটি সেঞ্চুরির একটি ১৭৬ রানের, যা এবারের প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ব্রাদার্স ইউনিয়নের বিপক্ষে নাঈম ওই দাপুটে ইনিংসটি খেলেছেন ১২৫ বলে, মেরেছেন ১৮টি চার ও ৮টি ছক্কার মার। সুবাদে বাংলাদেশের কোনো দল হিসেবে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে প্রথমবার চারশ' রানের মাইলফলক পেরিয়ে যায় প্রাইম ব্যাংক (৫০ ওভারে ৪২২/৮)।

ডিপিএলে এবার সেঞ্চুরি হয়েছে সব মিলিয়ে ৩৬টি। এর মধ্যে নাঈম শেখ ছাড়া আর কেবল একজনই পেরিয়েছেন দেড়শ' রানের কোটা- লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের সৌম্য সরকার (অগ্রণী ব্যাংকের বিপক্ষে সুপার লিগে বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে ১১২ বলে ১৭ বাউন্ডারি ও ৬ ছক্কার সাহায্যে অপরাজিত ১৫৩ রান)। বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান যেদিন খেলেন, বড় ইনিংসই খেলেন। ১৫৩ রানের ইনিংসে অবশ্য তিন তিনবার 'জীবন' পেয়েছিলেন। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে এটি তাঁর নবম সেঞ্চুরি। এই ৯ সেঞ্চুরির ৪টিতেই ১৫০ ছুঁয়েছেন সৌম্য, এর একটি আবার ২০৮ রানের ইনিংস। যেটি এই সংস্করণে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ ইনিংস। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৫০ ছোঁয়া ইনিংস খেলার রেকর্ডও এখন সৌম্যর। তিনটি ১৫০ ছোঁয়া ইনিংস নিয়ে দুইয়ে তামিম ইকবাল ও এনামুল হক বিজয়।

শরীফুল ইসলাম ও ওয়াসি সিদ্দিকি নিয়েছেন ইনিংসে ৬টি করে উইকেট

শরীফুল ইসলাম ও ওয়াসি সিদ্দিক

বল হাতে দারুণসব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন অনেকেই। বোলারদের 'ফাইফার' কীর্তির দেখা মিলেছে মোট ৯ বার। এর মধ্যে ৬ উইকেট শিকার করেছেন ২ জন- লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম, ১০-১-৪০-৬ (বিপক্ষ ব্রাদার্স ইউনিয়ন, মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম) এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের লেগ স্পিনার ওয়াসি সিদ্দিক, ১০-০-৫২-৬ (বিপক্ষ ব্রাদার্স ইউনিয়ন, বিকেএসপির চার নম্বর মাঠ)। ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া অন্য ৭ বোলার হলেন- আবাহনীর বাঁহাতি স্পিনার মাহফুজুর রহমান রাব্বি, ৯-২-১৮-৫ (বিপক্ষ পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব, মিরপুর), লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের বাঁহাতি স্পিনার সামিউন রশির রাতুল, ১০-৩-২৭-৫ (বিপক্ষ রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব, মিরপুর), পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাবের বাঁহাতি স্পিনার শহীদুল ইসলাম, ১০-০-৩১-৫ (বিপক্ষ ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাব, বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠ), ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাবের বাঁহাতি স্পিনার সানজামুল ইসলাম, ১০-০-৩২-৫ (বিপক্ষ পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব, বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠ), অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের মিডিয়াম পেসার সন্দীপ রায়, ৯.৫-১-৩৫-৫ (বিপক্ষ গুলশান ক্রিকেট ক্লাব, বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠ), গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের অফস্পিনার শেখ পারভেজ জীবন, ৭-০-৩৬-৫ (বিপক্ষ লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ, বিকেএসপির চার নম্বর মাঠ) ও ব্রাদার্স ইউনিয়নের ডানহাতি পেসার আল-আমিন হোসেন, ১০-০-৫০-৫ (বিপক্ষ শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাব, বিকেএসপির চার নম্বর মাঠ)।

সফলতম উইকেটকিপার মোহাম্মদ মিঠুন

মাহফিজুল ও মিজানুর জুটির রেকর্ড

সর্বাধিক দেড়শ' ছোঁয়া ইনিংস খেলার রেকর্ড গড়েছেন সৌম্য সরকার

ব্যাটিং পারফরম্যান্সের পাশাপাশি দুর্দান্ত পার্টনারশিপের গল্প না শোনালেই নয়। এবারের ডিপিএলে সর্বোচ্চ ২৫০ রানের জুটি গড়েছেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের তরুণ ওপেনিং ব্যাটসম্যান মাহফিজুল ইসলাম (১২৭ বলে ১১৪) ও অভিজ্ঞ ডানহাতি টপঅর্ডার ব্যাটসম্যান মিজানুর রহমান (১২৯ বলে ১৩৬)। ব্যক্তিগত শূন্য রানে ওপেনার ইমতিয়াজ হোসেন আউট হওয়ার পর এই দু'জন মিলে শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে দ্বিতীয় উইকেটে ঠিক আড়াইশ' রানের পার্টনারশিপ তৈরি করেন যা ২৮৮ রানের টার্গেট পেরিয়ে ব্রাদার্সকে এনে দেয় ৭ উইকেটে অনায়াস জয়।

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে তো বটেই, এমনকি বাংলাদেশের লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্বিতীয় উইকেটে এটাই সর্বোচ্চ রানের জুটির রেকর্ড। এর আগে ডিপিএলে সর্বোচ্চ রানের জুটিটি ছিল জুনায়েদ সিদ্দিক ও মাইশুকুর রহমানের। সেই জুটিতেও জড়িয়ে আছে ব্রাদার্সের নাম। ২০১৮ সালে কলাবাগান ক্রীড়া চক্রের বিপক্ষে ব্রাদার্সের হয়ে তাঁরা দ্বিতীয় উইকেটে যোগ করেছিলেন ২০৫ রান। ঢাকা লিগ ছাপিয়ে সব মিলিয়ে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দেশের দ্বিতীয় উইকেটে সর্বোচ্চ জুটি ছিল সৌম্য সরকার ও ইমরুল কায়েসের। ২০১৮ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২২০ রানের জুটি গড়েছিলেন দুই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। এই সংস্করণে যে কোনো উইকেটে বাংলাদেশের এটি ষষ্ঠ আড়াইশ' ছোঁয়া জুটি। ২০১৯ সালের ডিপিএলে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিপক্ষে রেকর্ড ৩১২ রান যোগ করেছিলেন আবাহনীর দুই ওপেনার সৌম্য ও জহুরুল ইসলাম। সেটিই এখন পর্যন্ত দেশের লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে একমাত্র তিনশ' রানের জুটি। মাহফিজুল ও মিজানুরের পর এবারের আসরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন ১৯৯ রানের পার্টনারশিপ গড়েছেন মোহামেডানের রনি তালুকদার (১০০ বলে ১২২) ও আনিসুল ইসলাম ইমন (৮২ বলে ৭৫), অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে ওপেনিং জুটিতে, বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে।

... এবং অন্যান্য

সদ্য সমাপ্ত প্রিমিয়ার লিগে ফিল্ডার হিসেবে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। মোহামেডানের এই অলরাউন্ডার ৯ ম্যাচ খেলে হাতে জমিয়েছেন ১০টি ক্যাচ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯টি করে ক্যাচ নিয়েছেন যুগ্মভাবে ৫ জন- লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের মাহমুদুল হাসান জয়, আবাহনীর নাজমুল হোসেন শান্ত ও রাকিবুল হাসান, ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাবের ইয়াসির আলী রাব্বি এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের শেখ পারভেজ জীবন। উইকেটকিপার হিসেবে গ্লাভসহাতে সবচেয়ে বেশি সফলতা পেয়েছেন মোহাম্মদ মিঠুন। আবাহনীর এই উইকেটকিপার ডিসমিসাল নিয়েছেন সর্বোচ্চ ২২টি (ক্যাচ ১৯, স্ট্যাম্পিং ৩)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫টি করে ডিসমিসাল নিয়েছেন ২ জন- লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের আকবর আলী (ক্যাচ ১৩, স্ট্যাম্পিং ২) ও গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এনামুল হক বিজয় (ক্যাচ ১২, স্ট্যাম্পিং ৩)।

এশিয়া কাপে কোয়ালিফাই করা সম্ভব : শ্রাবণ

ফেডারেশন কাপ ফুটবলে ঘটনাবহুল এক ফাইনাল দেখেছে দর্শকরা। প্রথম দফায় ১০৫ মিনিট খেলা হওয়ার পর আলোকস্বল্পতায় ম্যাচ স্থগিত হয়ে যায়। পরের সপ্তাহে বাকি ১৫ মিনিটের খেলা অনুষ্ঠিত এবং সবশেষে টাইব্রেকারে ম্যাচটির নিষ্পত্তি হয়। যেখানে আবাহনী লিমিটেডকে ১(৫)-১(৩) ব্যবধানে হারিয়ে প্রতিযোগিতার শিরোপা ধরে রাখে বসুন্ধরা কিংস। গত ২৯ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়ামে কিংসের জয়ের নায়ক ছিলেন গোলরক্ষক **মেহেদী হাসান শ্রাবণ**। যিনি টাইব্রেকারে একটি শট রুখে দেন এবং সেটাই গড়ে দেয় ম্যাচের ভাগ্য। কিংসের এই জয়ের নায়ক একান্ত সাক্ষাৎকারে ক্লাবের হয়ে নিজের পারফরম্যান্স ও জাতীয় দল প্রসঙ্গে খোলামেলা কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **তোফায়েল আহমেদ**

প্রশ্ন : আবাহনীর বিপক্ষে ফেডারেশন কাপের ফাইনালে টাইব্রেকারে একটি শট রুখে দেন আপনি এবং সেটিই গড়ে দেয় ম্যাচের ভাগ্য। কেমন লাগছে ভাবতে?

শ্রাবণ : আলহামদুলিল্লাহ, ভালো লাগছে। কারণ আমাদের জন্য এই মৌসুমটা খুবই কঠিন যাচ্ছে বলতে পারেন। লিগ শিরোপা থেকে আমরা ছিটকে গেছি। এমন পরিস্থিতিতে একটি শিরোপা জেতা সত্যিই বড় প্রাপ্তি। আর এই শিরোপায় আমি ভূমিকা রাখতে পেরেছি, এটা অবশ্যই ভালো লাগার।

প্রশ্ন : প্রথম কোয়ালিফায়ারে আবাহনীর বিপক্ষেই টাইব্রেকারে হেরেছিলেন আপনারা। এরপর দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার জিতে আপনাদের ফাইনালে আসা। সেই আবাহনীর বিপক্ষে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি যখন টাইব্রেকারে গড়াল, তখন কতটা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন?

শ্রাবণ : যে কোনো কারণেই হোক ফাইনাল ম্যাচটা দুই দিনে গড়িয়েছিল। প্রথম যেদিন (২২ এপ্রিল) ফাইনাল ম্যাচটা খেলতে যাই, আমাদের সবারই লক্ষ্য ছিল ম্যাচটা জিতে আসা। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে সেদিন খেলাটা পুরোপুরি শেষ হয়নি। ১-১ সমতা থাকায় অতিরিক্ত সময়ে যায় ম্যাচ। সেখানে ১৫ মিনিট খেলা হওয়ার পর স্থগিত হয়ে যায়। তখন আরও ১৫ মিনিট খেলা বাকি ছিল, যা পরের সপ্তাহে হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নতুন দিনে (২৯ এপ্রিল) যেহেতু ১৫ মিনিটের খেলা, সবারই ভাবনা ছিল হয়তো গোল হয়ে ম্যাচ শেষ নাও হতে পারে। তাই টাইব্রেকারের প্রস্তুতি নিয়েই আমরা গিয়েছিলাম। কোচেরা আগের (প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচ) টাইব্রেকারের ইন্ডিভিজ্যুয়াল এনালাইসিস করেছেন। প্র্যাকটিসে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছি এবং মাঠেও প্রয়োগ করেছি। এভাবেই সফলতা ধরা দিয়েছে।

প্রশ্ন : ১৫ মিনিটের লড়াইয়ে তো আপনাদের ১০ জন নিয়ে শুরু করতে হয়েছিল। কারণ একজন খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখেছিলেন। এটা কি চ্যালেঞ্জিং ছিল?

শ্রাবণ : ১০ জন বলি, আর ১১ জন। আপনি যখন ভাববেন মাত্র ১৫ মিনিটের খেলা, তখন মনের ভেতর আলাদা স্পিরিট চলে আসবে। আমি মনে করি প্রথম দিন খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় দফায় নতুনভাবে মাঠে নামা, দুইটা ভিন্ন বিষয় ছিল। যে কারণে আমরা ওরকমভাবে চাপ নেইনি। আমরা এভাবে ভেবেছি যে, মাত্র ১৫ মিনিট। আমরা জীবন দিয়ে হলেও ম্যাচটা বের করে নিয়ে আসবো। সবাই খুব অনুপ্রাণিত ছিল।

প্রশ্ন : টাইব্রেকারে এমেকা ওগবাহর শট রুখে আপনি যে উদ্‌যাপনটা করেছেন, সেটা বেশ আলোচিত হয়েছিল। এই উদ্‌যাপনের রহস্যটা বলুন তো।

শ্রাবণ : আসলে টাইব্রেকার সেভ দেওয়ার পর তাৎক্ষণিক মাথায় আসলো কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে এমিলিয়ানো মার্তিনেজ সেভ দেওয়ার পর ও রকম একটা উদ্‌যাপন করেছিল। এটা মাথায় আসার পর আমিও ওর মতো উদ্‌যাপন করি আরকি।

প্রশ্ন : আপনি কি মার্তিনেজের ভক্ত?

শ্রাবণ : আর্জেন্টিনার ভক্ত হিসেবে অবশ্যই মার্তিনেজকে ফলো করা হয়।

প্রশ্ন : পরে আরেকটি সেভ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ডিসকোয়ালিফাই হয়। মিরাজুলকে রেফারি আবার শট নিতে বলেন এবং সে গোল করে...

শ্রাবণ : এটা দেওয়ার কারণটা আসলে পরিষ্কার নয়। কেন দিয়েছে, কে জানে। পরে ভিডিওতে আমি যেটা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে আমি সঠিক ছিলাম। এটা আসলে রিপিট হওয়ার মতো ছিল না। রেফারি কেন দিয়েছে জানি না।

প্রশ্ন : দুই দলের পোস্টের নিচে জাতীয় দলের দুই গোলরক্ষক দাঁড়িয়েছিলেন। এই মুহূর্তে জাতীয় দলের এক নম্বর গোলরক্ষক আবাহনীর মিতুল মারমা। তাঁর বিরুদ্ধে আপনি জয়ী হলেন। আবার আপনার রিজার্ভ বেঞ্চে এক সময়ের এক নম্বর গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকো রয়েছে। তাঁকে বিট করেও ক্লাবের হয়ে নিয়মিত খেলে যাচ্ছেন। ওভারঅল এই বিষয়গুলো কীভাবে দেখেন?

শ্রাবণ : আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে যেমন পারফরম্যান্স করবেন, তারই ফিডব্যাক পাবেন। হয়তো বা কোচিং স্টাফ মনে

করে

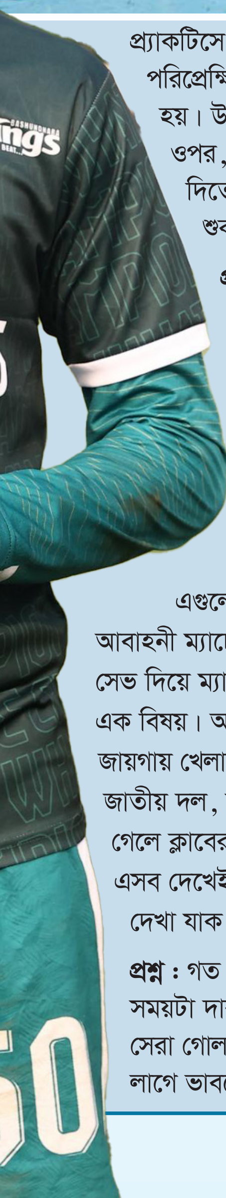

প্র্যাকটিসে আমি ভালো করছি। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে মাঠে দেওয়া হয়। উনারা বিশ্বাস রাখছেন আমার ওপর, আমি সেই বিশ্বাসের প্রতিদান দিতে পারছি। এটা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া।

প্রশ্ন : মিতুলকে হারিয়ে ট্রফি জয়ের পর জাতীয় দলে এক নম্বর গোলকিপিংয়ের জায়গাটা কি নিতে চাইবেন না?

শ্রাবণ : আসলে টাইব্রেকারে ম্যাচ জিতেছি বলে জাতীয় দলে এক নম্বর গোলরক্ষক হিসেবে খেলতে পারবো, এগুলো ভাবছি না। সেদিন (কিংস-আবাহনী ম্যাচে) আমার লক্ষ্য ছিল টাইব্রেকার সেভ দিয়ে ম্যাচ জিতে বেরিয়ে আসা। এটা এক বিষয়। আর জাতীয় দলে মিতুলের জায়গায় খেলা, এটা ভিন্ন বিষয়। ক্লাব ও জাতীয় দল, দুটি ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম। জাতীয় দলে গেলে ক্লাবের হয়ে পারফরম্যান্স, প্র্যাকটিস- এসব দেখেই কোচ সেরা একাদশ সাজান। দেখা যাক, ভবিষ্যতে কি হয়।

প্রশ্ন : গত দুই মৌসুম ধরেই আপনার সময়টা দারুণ যাচ্ছে। দেশের অন্যতম সেরা গোলরক্ষকও হয়ে উঠেছেন। কেমন লাগে ভাবতে?

শ্রাবণ : একজন পেশাদার ফুটবলার হিসেবে সবারই লক্ষ্য থাকে যে ঘরোয়া ফুটবলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলা বা জাতীয় দলে খেলা। বিভিন্ন ট্রফি জেতা। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এগুলো করতে পারছি। সবশেষ দুই মৌসুম ভালো যাচ্ছে। কিংসের হয়ে এনিয়ে ৫টি ট্রফি জিতলাম। মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। শিরোপা কিন্তু সবার ভাগ্যে থাকে না। আমি এটা পারছি, এটা ভালো লাগছে।

প্রশ্ন : কিন্তু লিগ শিরোপাটা এবার আপনাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এনিয়ে কি আক্ষেপ কাজ করছে না?

শ্রাবণ : দেখুন, বসুন্ধরা কিংস টানা পাঁচবার লিগ শিরোপা জিতেছে। ম্যানচেস্টার সিটিও কিন্তু টানা চারবার লিগ শিরোপা জয়ের পর এবার ট্রফি হাতছাড়া করেছে। ফুটবলে এটা হতেই পারে। প্রত্যেকবার যে আপনি জিতবেন, এটা কোনো কথা না। তবে লিগ হাতছাড়া হওয়ায় খারাপ লাগছে, এটা স্বাভাবিক। আমাদের একটু বাজে সময় যাচ্ছে। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই মৌসুমে দলের মধ্যে অসামাঞ্জস্য আছে। বলতে পারেন একটা খারাপ সময় যাচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে লিগে এবার দলের পারফরম্যান্সে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। তবে চ্যালেঞ্জ কাপ জিতে মৌসুম শুরুর পর ফেডারেশন কাপও জিতেছি। আমাদের একেবারে ব্যর্থ বলা যাবে না।

প্রশ্ন : সামনে জাতীয় দলের মিশন। ১০ জুন ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাই ম্যাচ। এ ম্যাচ নিয়ে কি ভাবনা কাজ করছে?

শ্রাবণ : এবার আমার এশিয়া কাপে কোয়ালিফাইয়ারের ভালো সুযোগ রয়েছে। পয়েন্ট ১ হলেও গ্রুপে কিন্তু এখন আমরা শীর্ষে আছি। আমরা চাই, ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ম্যাচটা জিতে যে ভালো কিছু করতে পারি। আমাদের টিমের ব্যালেন্স এখন খুব ভালো। হামজা চৌধুরী যুক্ত হয়েছেন। সামিত সোমের জন্যও প্রক্রিয়া চলমান। সব মিলিয়ে দল এখন আগের থেকে অনেক এগিয়ে। আমরা যদি ভালোভাবে খেলতে পারি, ইনশাআল্লাহ এশিয়া কাপে খেলা সম্ভব।

প্রশ্ন : সবশেষ জানতে চাইবো, ভারত ম্যাচের আগে সৌদি আরবের ক্যাম্পে ইতালিয়ান প্রবাসী ফাহমিদুল ইসলামের সঙ্গে নাকি আপনার কোনো একটা ঝামেলা হয়েছিল। এর জেরেই সেবার তাকে চূড়ান্ত স্কোয়াড থেকে বাদ পড়তে হয়। আসলে কি হয়েছিল, একটু বলবেন?

শ্রাবণ : পেশাদার ফুটবলার হিসেবে এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু না বলি। তবে একটা কথাই বলবো, আপনি তো দীর্ঘদিন ক্রীড়া সাংবাদিকতা করছেন। কখনো কি শুনেছেন একজন খেলোয়াড়ের জন্য আরেকজন খেলোয়াড় বাদ পড়েছে? আমার মনে হয় এমনটা শুনেননি। তাই বলবো, যেটা বললেন বা যে আলোচনাটা হয়েছে, সেটা সত্যি নয়।

মহিলা হকির বড় তারকা অর্পিতা পাল

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

সত্তরের দশকে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল মহিলা হকি। মাঝে দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর ২০১৯ সালে ফের টার্ফে গড়ায় নারীদের হকি। আগে বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় হকি দল গঠিত হলেও তাদের কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হয়নি। তবে ২০১৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যাত্রা শুরু লাল-সবুজ জার্সিধারী স্টিকওয়ালাদের। সেই পরিক্রমায় এরই মধ্যে চারটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলে ফেলেছে বাংলাদেশ মহিলা হকি দল। এর মধ্যে বড় অর্জন গতবছর এএইচএফ কাপ হকিতে অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে রানার্সআপ হয়ে মূল পর্বে খেলা। এই ম্যাচগুলো খেলেই বাংলাদেশের মহিলা হকির বড় তারকায় পরিণত হয়েছেন একজন। তিনি অর্পিতা পাল। বিকেএসপির ছাত্রী এবং দিনাজপুরের এই মেয়ে প্রতি আসরেই গোল বন্যায় ভাসাচ্ছেন প্রতিপক্ষকে। চার আসরেই লাল-সবুজ জার্সিতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাই তাঁর প্রশংসা বিদেশিদের মুখেও।

এবারের ব্র্যাক ব্যাংক মহিলা হকিতে ৩০ গোল দিয়ে হয়েছেন সর্বাধিক গোলদাতা। ২০২৩ সালে ওমানে অনুষ্ঠিত হকি ফাইভে করেছেন ২০ গোল, যা তাঁকে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতার পুরস্কার পাইয়ে দেয়। গত বছর সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপে করেছেন ৯ গোল। আর গত ডিসেম্বরেই ওমানে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২১ মহিলা এশিয়া কাপে তাঁর স্কোর ২ গোল। ২০১৯ জাতীয় দলে ডাক পান অর্পিতা পাল। দিনাজপুরের জুবিলি সরকারি স্কুলে লেখাপড়ার সময় থেকেই কোচের উৎসাহে হকিতে আসেন তিনি। জাতীয় দলে খেলার সূত্র ধরেই ২০২০ সালে বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়া। এখন পড়ছেন একাদশ শ্রেণিতে। অন্য খেলা রেখে কেন হকিতে আসা, অর্পিতা পালের জবাব, এই খেলা অনেক আর্ট নিয়ে খেলতে হয়। এটা আমার খুব ভালো লাগে। তাই হকি খেলছি।

গোল করার মূল দায়িত্ব সেন্টার ফরোয়ার্ডদের। অর্পিতা কিন্তু সেন্টার ফরোয়ার্ড নন। তিনি সেন্টার মিডফিল্ডার। এই পজিশন থেকেই গোলের পর গোল করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে পেনাল্টি কর্নারেও গোল করছেন। এবার ওমানের মাঠে অনূর্ধ্ব-২১ এশিয়া কাপে এই পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতের বিপক্ষে গোল করেছেন তিনি। ৩১টি আন্তর্জাতিক গোলের মধ্যে এই গোলকেই সবচেয়ে স্মরণীয় বলে উল্লেখ করলেন তিনি। কারণ, তাঁর হিট নেওয়ার কৌশলের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন ভারতের ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষক। অর্পিতা জানান, তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও আমার হিটটি রুখতে পারেনি। তাই গোলটি আমার কাছে মনে করার মতো।

ওমানের মাঠে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ পুরুষ হকি দল বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেলেও মহিলা দল পারেনি। চাইনিজ তাইপের কাছে হেরে স্বপ্ন ভেঙে যায়। সে কষ্ট তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে অর্পিতাকে। তাই তিনি জানালেন, আমার লক্ষ্য বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে নিয়ে যাওয়া। গত ডিসেম্বরে কপালটা মন্দ ছিল বলেই বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে পারিনি।

বাংলাদেশের পুরুষ হকি খেলোয়াড়রা এশিয়ান গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপে খেলেছেন। তবে কোনো নারী হকি খেলোয়াড়ের বিদেশি লিগে খেলার সুযোগ হয়নি। অর্পিতার কিন্তু সেই সুযোগ এসেছিল। তাঁকে মালয়েশিয়ার লিগে খেলানোর চেষ্টা করেছিলেন বাংলাদেশ দলের সাবেক মালয়েশিয়ান কোচ গোপীনাথান কৃষ্ণমূর্তি। কিন্তু বয়স অল্প হওয়ায় তা সফল হয়নি। এই তথ্য দিয়েছেন বিকেএসপি এবং সর্বশেষ নারী হকি দলের কোচ জাহিদুল ইসলাম রাজু।

অর্পিতার গোল করার দক্ষতা, তাঁর স্কিল ও মেধা মুগ্ধ করেছে এশিয়ান হকি ফেডারেশনের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর গোলাম গাউসকেও। ঢাকা মেরিনার্সে খেলা এই হকি খেলোয়াড়ের মতে, ‘অর্পিতার জন্ম যদি বাংলাদেশে না হয়ে অন্য দেশে হতো, তাহলে হকিতে আরও ভালো করতো’। এই তথ্যও দেন রাজু। বাংলাদেশের হকির সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অনিয়মিত আসর ও লিগ। পুরুষদের প্রিমিয়ার লিগতো বিশ্বকাপের মতো চার বছর পর পর টার্ফে গড়াচ্ছে। এরপর লিগ খেলে কিছু পয়সা পান পুরুষ হকি খেলোয়াড়রা। অন্যদিকে নারী হকি বড্ডই অনিয়মিত। টাকা পয়সাতো আরো পরের হিসাব। এভাবে নারী হকি চললে অকালেই ঝরে যাবেন অর্পিতা পালরা। যেমন আরও অনেক প্রতিভা হারিয়ে গেছে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নারী খেলোয়াড়রা দলগত ইভেন্টে বেশ সফল। ক্রিকেট, ফুটবল, কাবাডি, হ্যান্ডবল, খো খো এর প্রমাণ। এখন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন যদি পুরুষদের পাশাপাশি নারী দলকেই ঠিক মতো মাঠে রাখতে পারে তাহলে নারী হকিতেও সাফল্য আসবে।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ৬০০ টাকা মাত্র।

গ্রাহক হলে শুধুমাত্র 'ক্রীড়াজগত' -এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার, বিকাশ অথবা নগদে পরিশোধযোগ্য।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪১০৫০৫৩৭

E-mail : krirajagat@gmail.com

krirajagat@yahoo.com

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh